ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 July 2019 ■ আগরতলা, ২৬ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ৯ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিনভর বিরোধীদের বিরোধীতার মধ্যেই লোকসভায় পাশ সংশোধিত তিন তালাক বিল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ।। বিরোধী দলের সাংসদের ওয়াকআউট করা সত্ত্বেও লোকসভায় পাশ হয়ে গেল তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধে সংশোধিত তিন তালাক বিল। বৃহস্পতিবার প্রায় দিনভর বিতর্কে কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেডি-সহ অধিকাংশ বিরোধী দল ওই বিলের বিরোধিতা করলেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গিয়েছে তিন তালাক বিল।

এই বিলের সপক্ষে পড়ল ৩০২টি ভোট এবং বিপক্ষে ৮২টি ভোট। পাশাপাশি এদিন ধ্বনি ভোটে খারিজ হয়ে গিয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়েসির আনা সংশোধনীও। এবার বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করা হবে। যদিও রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিকে আজ সংসদে তখন তিন তালাক বিল নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল। সেই সময় স্পিকারের চেয়ারে বসা বিজেপি সাংসদ রমা দেবীর উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য করলেন আজম খান উ তাঁর মন্তব্যের জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে লোকসভায়। এদিকে, তিন তালাক বিল পাশ হওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাংলার সাহিত্যিক আবুল বাশার।তিনি বলেন এটা আমার জীবনের লড়াই ।

বৃহস্পতিবার 'মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ) বিল, ২০১৯'নামের সংশোধিত তিন তালাক বিল লোকসভায় পেশ করেন আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিন তালাক বিলের বিরোধিতায় অনড় কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি। এই বিলের বিরোধিতা করেছে এনডিএ জোটের অন্যতম প্রধানমুখ নীতিশ কুমারের জেডি(ইউ)ও উতবে এদিন এই বিলের সমর্থন করেছে নবীন পট্টনায়কের বিজেডি উ তবে এদিন দীর্ঘ আলোচনার পর এদিন পাশ হয়ে গেল বিলটি উ বৃহস্পতিবার এই বিলের সপক্ষে পড়ল ৩০২টি ভোট এবং বিপক্ষে ৮২টি ভোট। এদিন ভোটাভুটির সময় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা ওয়াকআউট করে করা সত্ত্বেও লোকসভায় পাশ হয়ে গেল সংশোধিত তিন তালাক বিল। এদিনের ওয়াকআউটে শামিল হল বিজেপির জোটসঙ্গী জনতা দলের সাংসদরাও। এবার বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করা হবে। এদিন বিল পাশ হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ জানিয়েছেন, নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে এই বিল জরুরি।

এদিন বিল পেশ করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, এই বিলের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। বিশ্বের ২০টি দেশে এর বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। এটি মহিলাদের মর্যাদার প্রশ্ন। আইনের চোখে দেশের সব মহিলাই সমান। তাই মুসলিম মহিলারা এর বাইরে নন। পাশাপাশি বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেন, এই প্রথার ফলে বহু মহিলার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদিন পেশ হওয়া তাৎক্ষণিক তিন তালাক রোধে সংশোধিত তিন তালাক বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে যে, তিনবার তালাক উচ্চারণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিলে তা আইনি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তালাক দেওয়া ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। অর্থাত ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

আর এখানেই আপত্তি তুলেছেন সিংহভাগ বিরোধী দলগুলির সাংসদরা। কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, তিন তালাককে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার বিরোধী তাঁরা। কংগ্রেসেরই শশী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুটি কেন্দ্রীয়পরীক্ষা ইউনিট গঠন করল শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। রাজ্যে দুটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ইউনিট গঠন করেছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। গুণগত শিক্ষার লক্ষ্যে বুনিয়াদি এবং উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে পৃথক কমিটি ওই ইউনিটগুলি পরিচালনা করবে। ওই ইউনিটগুলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির পাশাপাশি এসসিআরটি-র ওয়েবসাইটে আপলোড করবে। আগামী মাস থেকে ওই ইউনিটগুলি কাজ শুরু করবে বলে সূত্রের খবার।

সূত্রের কথায়, বুনিয়াদি স্তরে কমিটি এসএসএ অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এবং উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে কমিটি উচ্চ শিক্ষা দফতরের সচিব অনিমেষ দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে। এছাড়াও একজন প্রধানশিক্ষক, একজন শিক্ষক বিজ্ঞান, হিউমিনিটিজ এবং কমার্সের জন্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউডিসি অথবা এলডিসি, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং এলডিসি রয়েছেন কমিটিতে।

সূত্রের দাবি, ওই কমিটি সারা রাজ্যের বুনিয়াদি এবং উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং নবম ও দশম শ্রেণির প্রশ্নপত্র তৈরি করবে। প্রতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮০০ কোটি টাকার অনিয়ম প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্ত শুরু হয়েছে। পূর্ত দফতরের কাজ অনুমোদনে পদ্ধতিগত অনিয়ম এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে সমন পাঠিয়েছে ভিজিল্যান্স। শুধু তা-ই নয়, পূর্ত দফতরের তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ার-ইন চিফ সুনীল ভৌমিককেও ভিজিল্যান্স সমন পাঠিয়েছিল। তিনি হাজিরা দিয়েছেন ঠিকই, তবে বক্তব্যে ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা সন্তুষ্ট নন বলে সূত্রের খবর।

ত্রিপুরায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে পূর্ত দফতরে ৮০০ কোটি টাকার কাজ অনুমোদনে পদ্ধতিগত অনিয়ম এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ওই অনিয়মের জন্য ভিজিল্যান্স প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়ক বাদল চৌধুরী এবং ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার-ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে সমন পাঠিয়েছে। সূত্রের খবর, আজ সুনীল ভৌমিক ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের সামনে হাজির হয়েছেন। তাঁর কাছে ওই অনিয়ম নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর দেননি তিনি। ফলে, তাঁকে আবারও ডাকবে ভিজিল্যান্স।

এদিকে, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী ভিজিল্যান্সের সমনপ্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আজ ভিজিল্যান্সের একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে, আগামীকাল ভিজিল্যান্স দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, আপাতত ভিজিল্যান্সের আধিকারিকদের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে আগরতলার বাইরে রয়েছি। তাঁর দাবি, এ-কথা ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের টেলিফোনে জানিয়েছি।

তাঁর কথায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী ক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, শারীরিক অবস্থাও ভালো নয়। ফলে, আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ভোটকর্মীরা ভোট সামগ্রী বুঝে নিয়েছেন বৃহস্পতিবার। ছবি নিজস্ব।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ, কাল ভোট গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। আগামী শনিবার রাজ্যে ১৮৪৮টি বুথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই, আগামীকাল ভোট কর্মীরা ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তাদের নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুলিশ-টিএসআর প্রস্তুত রয়েছেন। সাথে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও নির্বাচনী ক্ষেত্রের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে টহল দেবেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেজিৎ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য ভোট কর্মীরা প্রস্তুত আছেন। ভোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। নারী ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা রাজ্যে এযাবৎকালে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক সময় প্রাণ পর্যন্ত দিতে হচ্ছে মহিলাদেরকে। ফের স্বামীর হাতে নিজ স্ত্রীকে খুনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে উনকোটি জেলার কুমারঘাটের রতিয়াবাড়ী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কুমারঘাটের রতিয়াবাড়ী এলাকার বাসিন্দা অসিম দেবের সঙ্গে গত ১০ বছর আগে বিবাহ হয় ঝর্ণা দাসের। এর আগেও ঝর্ণার একবার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর ঝর্ণা এবং অসিম পালিয়ে বিয়ে করে। ঝর্ণা দেবীর আগের সংসারের একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে রয়েছে। তাদেরকে নিয়েই অসিমের সাথে থাকতো ঝর্ণা। পারিবারিক ঝামেলার ইস্যুকে কেন্দ্র করে মারধোর করতো তার স্ত্রী ঝর্ণা দাসকে। ছোট ছেলেমেয়েদের সামনেই স্ত্রীর উপর অমাণবিক নির্যাতন চালাতো স্বামী অসিম দেব এই কথা জানায় মৃতার মেয়ে।

বুধবার রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এদিন রাতে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি ঝর্ণার ছেলে ও মেয়ে। সেই সুযোগে অসিম তার স্ত্রীর উপর শুরু করে দৈহিক আক্রমণ এবং মদমত্ত অবস্থার মারধোর করতে করতে হত্যা করে বলে অভিযোগ। সকালে খবর চাউর হতেই পারাপর্শীরা ছুটে আসে এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

এবিষয়ে মৃতার বাবার অভিযোগ খুন করা হয়েছে উনার মেয়েকে। খবর দেওয়া হয় কুমারঘাট থানায়। ছুটে যায় পুলিশ এবং মৃতদের উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুমারঘাট থানার আধিকারিক প্রদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই ভাবনা থেকে ত্রিপুরায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত তিনটি জায়গা নিয়ে আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির জন্য সম্ভাব্য তিনটি জায়গার অবস্থানগত দিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দেব প্রস্তাবিত এই তিনটি জায়গা সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হন এবং সার্বিক সবকিছু বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সরকার রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুণগত শিক্ষা প্রসারের উপর জোর দিচ্ছে। তাঁর মতে, কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার এ-ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে, বলেন তিনি।

আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, ইন্ডয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূর্যমণিনগরে ৪০০ কেভির সাবস্টেশনে সম্মতি কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই ।। সূর্যমণিনগরে ৪০০ কেভি সাবস্টেশনের প্রস্তাবে সম্মতি মিলেছে কেন্দ্রের। বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি ডঃ এম এস কেলে বুধবার সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির চেয়ারম্যান এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সচিবের সাথে বৈঠক করেছেন।

আজ এক প্রেস বিবৃতিতে ডঃ কেলে বলেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর লাগাতর আবেদনে সাফল্য মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সূর্যমণিনগরে ৪০০ কেভি সাব স্টেশন স্থাপনের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এখন ডোনার মন্ত্রককে ওই প্রস্তাবের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার খতিয়ে দেখে বিদ্যুৎ মন্ত্রক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরো পয়েন্টে আশ্রিত ১২ জন রোহিঙ্গাকে সমঝে নিয়েছে বিজিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। অবশেষে রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে আশ্রিত ১২ জন রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে বিজিবি। আটদিন পর আজ দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠকের পর বিকেল চারটা নাগাদ বাংলাদেশের কক্সবাজারে কুতুপ্লাউং শরণার্থী শিবিরে ওই রোহিঙ্গারা ফিরে গেছেন। প্রসঙ্গত, বিজিবি-র টালবাহানায় ১২ রোহিঙ্গাকে আটদিন ধরে জিরো পয়েন্টে থাকতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার অধীন পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন ১২ জন রোহিঙ্গা। সীমান্ত লাগোয়া গৌরাঙ্গলা গ্রামে তাদের বিএসএফ ও বিজিবি জওয়ানরা আটক করেন তাঁদের। তাঁরা গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত কুতুপ্লাউং শরণার্থী শিবির থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২-জন পুরুষ, ৫-জন মহিলা এবং ৫-জন শিশু ছিল। ওইদিন তাঁরা বাংলাদেশের কসবা উপজেলার বায়েক ইউনিয়নের গৌরাঙ্গলা সীমান্তের ২০৫৩ নম্বর পিলার এলাকা দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন।

বিএসএফ জানিয়েছে, তাঁদের কাছে মায়ানমারের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র এবং বাংলাদেশ শিবিরের নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু, বিজিবি তাঁদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজি ছিল না। তাই, মানবিকতার খাতিরে তাঁদের জিরো পয়েন্টে জনৈক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাড়ে চার কোটি টাকা মূল্যের ইয়াবা উদ্ধার খোয়াইয়ে, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। নেশা বিরোধী অভিযানে ফের বিরাট সাফল্য মিলেছে। ত্রিপুরায় ৯০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। সাথে দুজনকে গ্রেফতার করেছে ত্রিপুরা পুলিশ।

অসমের পাথারকান্দি থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে খোয়াই জেলার বড়বগাই এলাকায় উদ্ধার হয়েছে ইয়াবা ট্যাবলেট। ত্রিপুরা পুলিশ, আসাম রাইফেলস এবং বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে বলে দাবি করেছেন বিএসএফ-এর ইন্সপেক্টর অরবিন্দ কুমার গৌর।

এ-বিষয়ে খোয়াইয়ের পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, অসম থেকে ত্রিপুরার সোনামুড়া দিয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের খবর মিলেছিল। সে-মোতাবেক খোয়াই থানার ওসি উধম দেববর্মা পুলিশ নিয়ে ওত পেতে থাকেন ইয়াবা উদ্ধারে। তিনি বলেন, অসমের করিমগঞ্জ পাথারকান্দি থেকে টিআর ০৭ এ ০৩৬০ নম্বরের মারুতি সুজুকি ডিজাইয়ার গাড়িতে ইয়াবা নিয়ে যাওয়ার সময় খোয়াই জেলার বরবগাই এলাকায় আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, ওই অভিযানে আসাম রাইফেলস এবং বিএসএফ-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ইয়াবা পাচারকারীরা পাথারকান্দি (অসম) থেকে ত্রিপুরায় আসার ক্ষেত্রে জাতীয় সড়ক ব্যবহার করেনি। তারা বিকল্প জাতীয় সড়ক দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। পুলিশ সুপার জানান, বরবগাই বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে আসতেই সংশ্লিষ্ট জওয়ানরা গাড়িটি আটক করেন। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৯০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। এর সঙ্গে মহম্মদ মামুনুম ইসলাম (২০) এবং মহম্মদ আবুল খায়ের (২৩)-কে পুলিশ আটক করেছে। পুলিশের জেরায় তারা নিজেদের সোনামুড়ার বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছে।

এদিকে, বিএসএফ-এর তরফে জানানো হয়েছে, ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি নিয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল । তখন চাম্পাহাওর থানার পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে । এই খবর বিএসএফ-কে দেওয়া হলে তারাও সতর্ক হন এবং অভিযানে নামেন । বিএসএফ-এর ইন্সপেক্টর অরবিন্দ কুমার গৌর জানিয়েছেন, পুলিশের কাছ থেকে ইয়াবা পাচারের খবর পেয়ে বাচাইবাড়ি বিওপি-র জওয়ানরা টহল দিতে শুরু করেন । টহল দেওয়ার সময় বরবাগাই এলাকায় গাড়িটি আটক করা হয় ।

পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানান, বুধবার রাত ১০টা ২৫ মিনিট নাগাদ গাড়িটি আটক করা হয়েছে । তাঁর কথায়, গাড়িতে তল্লাশি চালানো শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশও এসে পৌঁছে যায় । তিনি জানান, ইয়াবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রপাতে গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ব্রজপাতে এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ সিপাহিজলা জেলার উত্তর চড়িলাম রাজীব কলোনি কালিটিলা সংলগ্ন এলাকায় ঊষারঞ্জন দেবনাথের স্ত্রী মালতি দেবনাথ (৪৫) বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়েছেন।

এদিন, মালতী দেবী বাড়ির উঠোনে কাজ করছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তখন ঘরের ভেতরে ছিলেন। তার ছয়বছর বয়সি নাতনি উঠোনেই খেলা করছিল। ওই সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় মালতী দেবী তাঁর নাতনিকে ঘরে পাঠিয়ে দেন। ঠিক ওই সময় বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর চিৎকার শুনে স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছুটে এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মহিলার স্বামী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৮১ ▫ ২৬ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ৯ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অভাব ও কন্যা সন্তান

রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায় অভাব তাড়া করিতেছে গরীব অংশের মানুষকে। তাহারা অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করিয়াছে বলিয়া সহযোগী দুয়েকটি সংবাদত্রে ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংবাদে রাজ্যের সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই আহত হইবেন। প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওর থানা এলাকার নালিয়াবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা মাধবী দেববর্মা (স্বামী সুশীল দেববর্মা) গত ১৯ জুলাই এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ২১ জুলাই তিনদিনের কন্যা সন্তান বিক্রি হইয়া যায় জম্পুইজলার এক সন্তানহীন দম্পতি বিমল দেববর্মার কাছে। আবার তিনদিন পর তিন দিনের কন্যা সন্তানের দাদু যোগেশ দেববর্মা চাম্পাহাওর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাইবার পর চাম্পাহাওড় থানা এব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে। পুলিশ কন্যা সন্তান বিক্রি করার অপরাধে সন্তানের মা মাধবীকে গ্রেপ্তার করে। এই অবস্থায় ক্রেতা দম্পতি শিশুটিকে থানায় নিয়া আসিলে পুলিশ শিশুটিকে তাঁহার দাদুর হতে তুলিয়া দেয়। সংবাদে প্রকাশ আঠারশত টাকার বিনিময়ে সন্তান বিক্রি করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন এইখানেই যে, কন্যা সন্তান হওয়ার কারণেই কি সন্তান বিক্রিতে উৎসাহিত হইয়াছে না সত্যিই অভাবের তাড়নায় সন্তানকে বিক্রি করিয়া দিয়াছে? এই গুরুতর প্রশ্ন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমাজে কন্যা সন্তানের বিড়ম্বনা অনেক বেশী। এমন নজীর আছে কন্যা সন্তান জন্ম দিয়া হাসপাতালেই সন্তান রাখিয়া মা পালাইয়াছেন। তবে, পাওয়া সংক্ষিপ্ত তথ্যে দেখা যাইতেছে সন্তান বিক্রির ক্ষেত্রে অর্থ প্রাপ্তিটাই মুখ্য। নিঃসন্তান দম্পতি দত্তক নিলে মেয়ে সুখে থাকিবে ভাল যত্ন আত্তি পাইবে হয়ত এই কারণে গরীব বা অভাবী মা তিনদিনের কন্যা সন্তান বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। এই ঘটনা রাজ্যের উপজাতি এলাকার বাস্তব চিত্রের হয়তো কিছুটা আঁচ পাওয়া গিয়াছে। সন্তান দান করা এক জিনিস কিন্তু অর্থের বিনিময়ে দেওয়াকে বিক্রি বলে। এই ঘটনা ইহাই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, গ্রামে উপজাতি মহল্লায় অভাব, ক্ষুধা তীব্র। সন্তান বিক্রির ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে অভাব দারিদ্র্য যে তীব্র তাহাই স্পষ্ট করে। কারণ নিজের সন্তানকে অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়ার পিছনে অভাবই যদি কাজ করে তাহা হইলে ইহার উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত করা প্রয়োজন। ওই এলাকায় সত্যিই মানুষ কতখানি অভাব অনটনে আছেন তাহার অন্তর্তদন্ত দরকার। অভাবের তাড়নায় যদি সন্তান বিক্রি হয় তাহা হইলে পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষে কি ভূমিকা সেই প্রশ্ন উঠিবে। এই সন্তান বিক্রির অভিযোগ কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রচার নহে। এই বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা হইয়াছে। টাকার বিনিময়ে সন্তান তুলিয়া দেওয়ার রেকর্ডও আছে। সুতরাং বিষয়টিকে খাটো করিয়া দেখিবার কোনও সুযোগ নাই। অতীতে এই রকম সন্তান বিক্রির ঘটনার পর সরকারের পক্ষে জোর প্রতিক্রিয়া দেওয়া হইত। অভাবের কারণে যে সন্তান বিক্রি হয় নাই তা প্রমাণের জোর চেষ্টা চলিত। বিশেষ করিয়া বাম জমানায় না খাইয়া কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হন নাই। অভাবের তাড়নায় কেউ সন্তানও বিক্রি করে নাই। কারণ বাম সরকার নিজেদের নিরপরাধী দেখাইতে চেষ্টার কসুর করিত না। অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইত মৃত্যুর কারণ রোগ বা অসুখ। কিন্তু গেরুয়া যুগে ত্রিপুরায় অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির অভিযোগ উঠিলেও এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত সরকারী বক্তব্য জানা যায় নাই। অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির অভিযোগকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে গেরুয়া সরকারকে তৎপর হইতে দেখা যায় নাই।

একথা ঠিক, রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে অভাব দারিদ্র্যতার অভিশাপ নতুন নহে। যুগ যুগ ধরিয়াই এই নিত্য অভাবের সাথে যুদ্ধ করিয়াছে উপজাতি মানুষ। গণতান্ত্রিক ত্রিপুরায় এই দুঃখ দুর্দশার খবর হয়, প্রশাসন তৎপর হয়। বিভিন্ন সাহায্য সহায়তা চালু করে। অতীতে, সেই রাজন্য আমল হইতে এরাজ্যের উপজাতিরা ছিল রিক্ত নিঃস্ব। ষাটের দশকে নেংটি পরা উপজাতি অংশের মানুষকে প্রকাশ্যে দেখা যাইত। দেহে বস্ত্র পরিধানের অসমর্থতা কি প্রমাণ করে? দারিদ্র কতো ভয়ংকর ভাবে বিদ্যমান ছিল তাহা কি নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। এখন, গত কয়েক দশকে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক উন্নত অবস্থা দেখা যাইতেছে। বহু বিত্তবান উপজাতি আছেন এরাজ্যে। সেই ষাটের দশকের চিত্র এমন নাই। এখন নেংটি পরা উপজাতি অংশের মানুষ নজরে পড়ে না। সেই রাজন্য আমল হইতে গণতান্ত্রিক ত্রিপুরায় উপজাতি জীবনের নানা বিড়ম্বনার কাহিনী আছে। আজকের যুগে, যখন উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ হচ্ছে তখন অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা সত্যিই মর্মান্তিক।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ফিল্ডিং কোচের পদে আবেদন জানালেন কিংবদন্তি জন্টি রোডস

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকা তথা বিশ্বক্রিকেটে ফিল্ডিংয়ে কিংবদন্তি জন্টি রোডস এবার ভারতের জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচের পদে আবেদন জানালেন।দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আইপিএলে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির ফিল্ডিং কোচের পদে বহাল রয়েছেন। এবার ভারতের জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচের পদে আবেদন জানালেন এই কিংবদন্তি। ক্যারিবিয়ান সফরের পর ভরত অরুণের পরিবর্তে বিরাটদের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে রোডসকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ে বেশ কিছু বিষয় সংযোজন করতে চান তিনি, বিশেষ করে বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে। যা কোহলিদের ফিল্ডিংকে পৌঁছে দেবে অন্য উচ্চতায়, জানিয়েছেন রোডস।জল্পনাকে নিজে মুখে স্বীকার করে প্রাক্তন প্রোটিয়া ক্রিকেটার জানিয়েছেন, ‘হ্যাঁ, ভারতীয় দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আমি আবেদন জানিয়েছি। এই দেশ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমার দুই সন্তানের জন্মও ভারতের মাটিতে। এবার সময় হয়েছে আমার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার।’ এক ক্রীড়া ওয়েবসাইটকে রোডস আরও জানিয়েছেন, ‘৯ বছর ধরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে আমি ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের প্রভূত উন্নতির সাক্ষী। শেষ পাঁচ বছরে ভারতীয় দলের ফিল্ডিং যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।’তবু রোডস মনে করেন ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ে বেশ কিছু বিষয় আরও সংযুক্ত হওয়া দরকার। কিংবদন্তির কথায়, ভারতীয় ক্রিকেট দল পৃথিবীর ব্যস্ততম ক্রিকেট দল। তাই এটাই সেরা সময় ক্রিকেটার ও দলের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে গিয়ে তোমার পছন্দের কাজ করার। ন’টি মরশুমে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির চার-চারবার আইপিএল জয়ী দলের সদস্য রোডস। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দল ও কিছু অ্যাসোসিয়েট দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

বিহারে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ তিন মাওবাদী

পাটনা, ২৫ জুলাই (হি.স.) : বিহারের গয়া জেলার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ তিন মাওবাদী। ঘটনাস্থল থেকে একটি একে-৪৭ এবং তিনটি ইনসাস রাইফেল বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে আইইডি বিস্ফোরক।

এদিন গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে দুপুরে গয়া জেলার চক্রবান্ধ এলাকার জঙ্গলে অভিযান চালায় সিআরপিএফ-এর কোবরা বাহিনী এবং জেলার পুলিশ নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনী। যৌথবাহিনীকে দেখামাত্র অবিরাম ধারায় গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় জওয়ানরা। শুরু হয় দুই তরফে তুমুল গুলির লড়াই। ঘন্টাখানেক গুলির লড়াই চলার পর ঘটনাস্থল থেকে তিন মাওবাদী দেহ উদ্ধার করা হয়। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় একটি একে-৪৭, তিনটি ইনসাস রাইফেল এবং আইইডি বিস্ফোরক। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত মাওবাদীদের দেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শাসক দলের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েই বিকল্প সন্ধান

আবু তাহের

রাজ্যের বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি এটাকে আটকাতে হলে একটু পরিকল্পনা করে চলতে হবে না? সামান্য রাজনৈতিক প্রকৌশলী নীতি আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিলে যে, আসন্ন বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের যে শিরে সংক্রান্তি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আগে থাকতেই একটু সাবধানে পথ চলা শুরু করতে হবে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। যে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় তিনি কিছুদিন ধরে লাগাতারে দিয়ে চলেছেন তাতে পিছে দাঁড়িয়ে থাকলেও রান কিন্তু মিলছে না। বরং প্রতিপক্ষের বোলার ও ফিল্ডাররা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে খেলাটা উপভোগ করছেন। নিজেদের অপরিণত মনস্কতার পরিচয় আখের বিশাল বড় ক্ষতি করতে চলেছে। ইতিমধ্যে ক্ষতি যে করেনি তাই-বা হলফ করে বলার উপায় আছে কি? তৃণমূলের অনেক ছোট-বড়-মেজ নেতা ভোটের আগে নির্বাচন-বিরোধী কাল্পনিক কথা বলে জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। নির্বাচন শুরুর আগেই কী করে একজন জেলা তৃণমূলের সভাপতি বুকে হাত দিয়ে বলে দিতে পারেন যে রাজ্যে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশিটা সিট তারাই পাচ্ছেন? তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনকে জোরালো ও নিশ্চিত করতে চেয়ে তিনি বলেন রাষ্ট্রে খবর তিনি বলতে পারবেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কোথায় কত ভোটে জিতবেন তা অক্ষরে-অক্ষরে , অঙ্কে-অঙ্কে বলে দিতে পারেন। এমনকী কোথায় কত লক্ষ ভোটে তিনি বা তাদের দলজিতবে সেটাও হলফ করে বলে দেন ভোট শুরু হওয়ার বেশ পূর্বেই। এমতাবস্থায় এই ধরনের অসাংবিধানিক এবং নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য জনমানসে যে কী পরিমাণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে ভোট পরবর্তী বাংলায় ফলাফলে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের উচিত ছিল এই সমস্ত উটকো মন্তব্যকারীদের চুপ করিয়ে রাখা। ভোটের আগে সংঘত থাকার যে শিক্ষা তা কিন্তু বড়দের কাছ থেকে ছোটরা শেখে।

‘পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি’ থেকে বেরিয়ে তৃণমূল নেতার যদি জনগণের রাজনীতি করতেন তাহলে কিন্তু এমন একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় না। মুসলিমদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং চাকরি জীবনে উন্নতিসাধন না করে দু’টাকা কেজি দরের চাল আর সাইকেল পাইয়ে দিতে হয়তো কিছু অংশের মানুষকে সাময়িকভাবে বোঝানো যেতে পারে যে হ্যাঁ তোমাদের জন্য সত্যি ভালো কিছু করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পরিস্থিতি শুধুমাত্র সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আর আবদ্ধ নেই। মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনাতে এখন এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে এসে দেখতে পাচ্ছে তাদের জন্য কোনও সরকারি চাকরি নেই। নেই কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ। এমন অবস্থায় গরিব হতদরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের ফুঁসে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। যেমনটা ভোটের ঠিক একমাস আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীকে। কেন না মেয়ো রোডে দীর্ঘ একমাস ধরে গরমের তীব্র দাবাদাহ আর ঝড়-জল-বৃষ্টি, মশার কামড়, রাতের তীব্র হ্যালোজেনের

আলোকে দাঁতে দাঁতে চেপে যারা সহ্য করে গলে সেই হবু শিক্ষকদের সঙ্গ যে অবিচার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার করল তাতে শিক্ষকদের এবং বহু সাধারণ মানুষের পরিবারে যে যন্ত্রণার আবহ এবং ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞা তৈরি হয়েছিল তার ফল ভাবছেন ভোট বাক্সে পড়েনি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাঁর রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার, মিটিং-মিছিল ও সমাবেশে তুমুল ব্যস্ত। পরিস্থিতি এমন কঠিন দিকে পৌঁছে গেছিল যে, যেকোনও মুহূর্তে প্রাণের মূল্য চোকাতে হত সেই হবু শিক্ষকদের। কিন্তু তিনি এমন উন্নাসিক মানসিকতা দেখাতে শুরু করেন যেন রাজ্যের এমন একটা তোলপাড় সৃষ্টিকারী ঘটনার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বরং আছে একরাশ অনীহা, অনিচ্ছ আর অবজ্ঞ। কিন্তু না, কেউ যেন তাঁর কোনে কানে বলে দিলে যে, এবার হয়ত পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তখন শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখেই মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় দেখা করেন সেই সময় চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে। কিন্তু ততদিনে তো বিপুল সংখ্যক মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। হারিয়ে ফেলেছেন ভালোবাসা আর বিশ্বাস।

শুধুমাত্র এখানেই নয়, যখন অন্যান্য দলের নেতারা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদাসীনতাকে নিজের চরম লাভের অঙ্কে মাপছিলেন তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোঝা দরকার ছিল তাঁর উদাসীনতা বা অবজ্ঞার সুযোগ নিয়ে অন্যান্যরা কিন্তু মাঠ ব্যাট হাতে করে নেমে পড়েছে। তাই তৎক্ষণাৎ নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি শুধু নয়, মানবিকাতর পরিচয় দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। চাকরির স্বচ্ছতা আদায়ের জন্য যদি সমাজ গঠনকারী এই হবু শিক্ষকদেরএকমাস ধরে অনশন করতে হয় তবে তার চেয়ে লজ্জার আর হতাশার কিছু থাকতে পারে না। একদিনে তৈরি হয়ে না এমন পরিস্থিতির। বামফ্রন্টের দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের শাসনামালে কেবলমাত্র শেষের এক দশকের একটু বেশি সময় স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু চিল। ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলে হয়ত পরবর্তীকালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই পরীক্ষা অব্যাহত থাকত। কিন্তু ১৯৯৭ সালে এস এস সি চালু হওয়ার আগেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, উৎকোচ ভক্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ চালু ছিল। কিন্তু শেষ পনেরো বছর এসএসসিপ পরীক্ষা চালুর মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার যে চারটি রোপণ করে গিয়েছিল তৃণমূল সরকার তাকে চাইলেই কিন্তু আর সারের খরচে মহীরুহে পরিণত করতে পারত। কিন্তু তারা পূর্বসুরীদের কোনও মহৎ কাজ গ্রহণ করতে অপারগ তা সে যতই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হোক না কেন। বন্ধ হয় গেছে এসএসসি। এসেছে প্রাইমারি আর আপার প্রাইমারির মতো গোঁজালি পরীক্ষা। যে পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট বেরনোরআর কোনও নামগন্ধ থাকেনা বেশিরভাগ সময়ে। আর রেজাল্ট বেরলেও কোনও এক অদৃশ্য নিয়মে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ হাতে আসার আগেই পৌঁছে যায় চাকরির খবর। আবার কাকতালীয়ভাবে তা কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিকটত্মীয় আর স্বজনপোষমকারীদের কাছে এমন অদ্ভুত ফর্মুলা বহুদিন মানুষ দেখে থাকতে অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু কী এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল যেখানে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ ঠিক করে দেয় রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। তাদেরহাতে উৎকোচের টাকা পৌঁছে গেলে সময়মতো চারপি হওয়ার পৌঁছে গেলে সময়মতো চাকরি হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। আবার টাকাপয়সা মাটি হয়ে গেলে অভিযোগ করার কিছু থাকে না। তাই এই ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন অযোগ্য, অমনোনীত, অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা। আর সেই সুযোগে রাঘব বোয়ালদের পেট ভরতে থাকে।

কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কতদিন আর এই অবমাননা, এই অপমান, শিক্ষা ও আদর্শের এই অবনমনকে মেনে নেবেন? প্রকৃত শিক্ষার এই দলাইমালাইকে, শিক্ষা নিয়ে অনৈতিক ও অন্যায় এই ব্যবসাদারিকে যাঁরা মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মনে মনে ইস্পাতকঠিন যে প্রতিজ্ঞা জন্মায় সেই আগুনের ফুলকিতে ঝলসে গেল না তো এবারের ভোট ব্যাঙ্কের অঙ্ক? রাজনৈতিক এবং সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের বিশ্লেষকরা তো তাই বলেন।

একটা বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার একটি অংশ গ্রামবাংলায় বসবাস করেন। এক সময়ে প্রায় প্রতিটি গ্রামে থেকে দেখা যেত প্রতি বছর কেউ না কেউ উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে চাকরি পাচ্ছেন। এই গুণগত মান দিন দিন বাড়ছিল। অথচ শিক্ষার হার গত বিশ বছর আগে যে এখানকার চেয়ে বেশি ছিল এমনটা তো নয়। তাই বিশ বছরের আগের গ্রামবাংলার চিত্র আর আজকের গ্রামাবাংলার পরিবেশের দিকে তাকালে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি পরিবর্তন চোখে পড়বে। কিন্তু সেই শিক্ষা অর্জনের ব্যক্তিত ও সরকারি পদক্ষেপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাকরির ও কর্মসংস্থানের বাজার যে ক্রমশই নিম্নমুখী তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি শিক্ষাডগতের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অশিক্ষক কর্মীদেরও। তার সঙ্গে সঙ্গে ‘কাঁটা ইট পাকা হয় পোড়ালেতা আগুনে’র মতো পুড়ে পুড়ে শিখেছে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ। ফলে ‘পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে অনেকেই বিকল্প কিছুর সন্ধান করতে চেয়েছেন। বিকল্প শক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা বা আস্থা থেকে এই জনসমর্থন বলে মনে হয় না। শাসকদলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বঞ্চিত হওয়ার ফল থেকেই এমই সিদ্ধান্ত এসেছে একটা বড় অংশের ভোট প্রার্থীদের থেকে বলে মনে হয়। তৃণমূল সরকার বিগত আট নয় বছরে রাজ্যের একেবারে না খেতে পাওযা মানুষদের জন্য সামান্য হলেও যে কিছু করেছেন তা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। অনেকে মানুষ পেটে দুবেলা পেটপুরে ভাত খেতে পেত না। তাদেরকে দু’টাকা কেজি দরের চাল এবং সস্তায় রেশনিং ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফলে তারাও এখন খেয়েপরে বেঁচে আছে। কিন্তু মানুষকে শুধুমাত্র খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধের হানি হয় তা অনেক মানুষই বোঝেন। সেই খানে দাঁড়িয়ে একবেলা মাছকিনে খাইয়ে দেওয়ার চাইতে মাথ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার নীতিতেই বিশ্বাস করতে চায় মানুষ। তাই এটা করে দিয়েছি, ওটা করেদিয়েছি এমনভাবে বলার মধ্যে নিজেদেরকে হীন এবং সরকারকে ঔদ্ধত্যশালী বলেমনে করেছে অল্পশিক্ষিত মানুষজনও। আর একটা কথা না বললেই নয়। শিকদেরে বহুদিনের দাবি ছিল সাম্মানিক ভাতা নিয়ে। শুধু মাত্র শিক্ষকরাই নয় অন্যান্য চাকরি ক্ষেত্রে চাকরিত মানুষদেরও দীর্ঘদিনের এই দাবি ছিল। ন্যায্য দাবি। হয়তো পরিস্থিতি চাপে সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে উঠছিল না মুখ্যমন্ত্রীর। সবাই তারদিকে এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল। শেষে তিনি তো কেবল হতাশ করলেন তাই নয় বরং অপমান করলেন এবং মর্যাদাহানি ঘটল শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশের। কানের কাছে ‘ঘেউ ঘেউ’ করবেন না---এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করেই কি তিনি বিজেপিরদুটো সিটকে দুই অঙ্কের সিটে পৌঁছে দিতে প্ররোচিত করলেন না? বিজেপির যা রাজনৈতিক মতাদর্শ তা কোনওভাবেই একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান এর যে স্লোগান তাদের রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার সেখানেই তো রয়েছেই আগ্রাসনের রাজনীতি। সেই আগ্রাসন মানুষের মুখের ভাষা এবং ধর্মীয় আবেগকে আঘঅত করে।

কেন তাহলে এই বিপুল পরিমাণ জনসমর্থন পেয়ে বিজেপি রাষ্ট্র এবং রাজ্যের ভালো ফল করল সে কথা আমরা একবার ভাবব না? বিরোধী দলগুলির নেতাদের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলেছিল প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থীর জন্য তা কি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না? নরেন্দ্র মোদির নিজস্ব ক্যারিশমা এবং নিজের ব্র্যান্ড হিসেবে উপস্থিত করার যে কৌশলে তা কিন্তু এত সংখ্যক মানুষকে চমকিত করেছে। অনবরত মানুষকে ঘোল খাইয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও উস্কানিমূলক বক্তব্য চাপিয়ে দিয়ে ভোট আদায় মনে হয় ভারতবর্ষের বর্তমান অসহিষ্ণুতার পরিবেশে অনেক সহজ হয়ে গেছে। সেখানে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতামত প্রকাশের সুযোগ-সবকিছু যেন কেমন নস্যাৎ হয়ে যায়। এক ও একমাত্র অবিনশ্বর হল উদ্র সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী মনোভাব এবং বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ হয়ত বেশি দিনের নজ্য নয়। মানুষের জন্য যে সরকার একবিন্দু পরিমাণ ভারেত জানে না তাদের দিয়ে জনগণের পরবর্তীকালে কী রায় হতে পারে তা জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর সময় আছে। হুটহাট অরাজনৈতিক বক্তব্য পেশ না করে ধীরে সুস্থে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা হোক। আত্মসমালোচনা এবং আত্মবীক্ষণের মাধ্যমে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ মিলবে বলেমনে হয়। ততদিন জনগণের মতামত ও পরামর্শকে মূল্য দেবেন এই আশা করি। বাকিটা সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

ইভিএম বনাম ব্যালট যুদ্ধ

সুমন সেনগুপ্ত

ইভিএমের বিপদ কোথায়? এটি এমন একটি বৈজ্ঞঅনিক পদ্ধতি, যার কর্মপদ্ধতি বুঝতে পারলে কেন ‘ইভিএম’ -এর বদলে ‘ব্যালট’-এ ভোট করা উচিত---সেই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার পরিসর খুলে দেওয়া সম্ভব।

সচরাচর একটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় প্রায় ১৭০০টি ‘অংশ’ (পার্ট নাম্বার) থাকে। প্রত্যেকটি অংশ গড়ে ৯০০ জন ভোটার, যাঁরা একই ইভিএম একই বুথে ভোট দেন। এক একটি সংসদীয় কেন্দ্রে যদি গড়ে প্রায় ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ ভোট দিয়েছেন ধরা যায়।

বিগত দু’একটি লোকসভা নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে—৩২টি সিটেরজেতা হারার মার্জিন ১ শতাংশের কম, ৬৯টি সিটের জেতা মার্জিন ২ শতাংশের কম, আর প্রায় ১০০টি সিটের মার্জিন ৩ শতাংশের কম। ‘১ শতাংশ’ মানে মোটামুটি ১০, ০০০ ভোট। এক একটি ইভিএমে, মোটমুটি দেখা গিয়েছে প্রায় ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ ভোট সেটার করে রাকা সম্ভব। সুতরাং যদি জিততে হয় বা কোনও প্রার্থীকে হারাতে হয় তবে ৩ থেকে ৫টি ইভিএম মেশিনকে প্রভাবিত বা ম্যানিপুলেট করলেই হবে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে, একটি দক্ষিণপন্থী দল তাদের সংগঠন মজবুত করার জন্য একটি নিজস্ব প্রচার চালায়। সেই প্রচারের নাম ছিল মেরা বুথ সবসে মজবুত। অর্থাৎ যে কর্মী যে অঞ্চলে থাকেন, সেই অঞ্চলের বুথে বুথ তাঁদের সংগঠনকে মজবুত করতে হবে কিন্তু এটা কি শুধুমাত্র কথার কথা? আসলে এই সংগঠন মজবুত করার মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ

ভোটারদের কে কোন সরকারি সুবিধা পেয়েছেন বা পাননি, সেটা জানাটাও উদ্দেশ্য ছিল। কিংবা বলা ভাল, আছে। প্রতিটি নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয় । নামের সংযোজন বিয়োজন ঘটে। ফর্ম ৬ (নতুন নাম তোলা), ফর্ম ৭)নাম বাদ দেওয়া), ফর্ম ৮ (নাম একদিক ওদিক করা)---এই কাজগুলো করার কথা মূলত নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট কর্মীর। কিন্তু ঘটনআচক্রে এই কাজগুলোতে ভোটারদেরকে বা কারা সাহায্য করে? রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই সাহায্য করে। সাম্প্রতিকালে তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এই পদ্ধতিতে প্রায় ৩৮ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে মুছে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের মধ্যে ছিল এই আশঙ্কাও যে, এই মুছে দেওয়ার কাজটা নাকি সুচারুভাবে করা গিয়েছিল আধার কার্ডের মাধ্যমেই।

অনেকেই ভাবতে পারেন, এখানে আবার আধার কেন আসছে? আসছে, তার কারণ, আধার হচ্ছে সেই নম্বর , যা দিয়ে বোঝা যায়,কোন ভোটার কোন সরকারি সুবিধা নিয়েছেন, বা নেননি বা পাননি। এরপর যদি আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ড যুক্ত করার কাজটা আইনত বাধ্যতামূলক করা যায়, তাহলে ওই ভোটারদের নামের সংযোজন বা বিয়োজনের কাজটাও খুব সহজে করা সম্ভব হবে। যদি কোনও রাজনৈতিক দল এই হোমওয়ার্কটা নিখুঁতভাবে করতে পারে, তাহলে ভোটের ফলে বাহ্য ইনফ্লুয়েন্স খাটানো অসম্ভব প্রকল্প হবে না। প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার ও পি রাওয়াত হাই কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন যে, ৩২ কোটি আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ড যুক্ত করা হয়ে গিয়েছে। কে বলল যুক্ত করতে, কার অনুমতি নিয়ে যুক্ত করা হল---সেগুলো স্পষ্ট নয়। অনেকে বাল শুরু করেছেন যে, আধারের সঙ্গে ভোটার কার্ডকে মিলিয়ে দিলেই নাকি সব সমস্যার সমাধাড় হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁরা প্রাথমিকভাবে একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন যে, আধার আদৌ কোনও নাগরিকত্বের পরিচয় নয়।

অভিযোগ, ইউআইডিএআই (ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অর্থরিটি অফ ইন্ডিয়া) এটাা জানে না--- তাদের ডেটাবেসে কত ভুয়া আধার আছে। বহু মানুষের দুটো তিনটে আধার আছে। প্রাক্তন বিচারপতি জে পি সাওয়ান্ত একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলেন, যে প্রায় ৫৮ কোটি ভুয়া আধার এই মুহূর্তে আধারের ডেটাবেসে রয়েছে, যা তৈরি করতে কোনও প্রাথমিক প্রমাণ দাখিল করতে হয়নি, কিন্তু যা দেখিয়ে ‘জাল’ প্রাথমিক পরিচয়পত্রতৈরি করা হয়েছে, যেমন ভোটার কাডত বা রেশন কার্ড, তারপর বোটার তালিকায় নাম ও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েচে। আরও একটি ঘটনা সামনে এসেছে যা মহারাষ্ট্রে ঘটেছে। দেখা গিয়েছে যে, সরকারি সুবিধা সোজাসুজি ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং শেই অ্যাকাউন্টে সরাসরি অনুদান বা উপহার হিসাবও টাকা পৌঁছে গিয়েছে ভোটারদেরকাছে। তাই ইভিএম বনাম ব্যালট নিয়ে আরও গঠনমুলক আলোচনা দরকার।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন

ব্যর্থতা আড়াল করতে বিরোধী দলকে দোষারোপ: ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।। গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনি ও ডেঙ্গু নিয়ে বিএনপিকে জড়িয়ে মন্ত্রী ও পুলিশের যে বক্তব্য এসেছে, তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।পিটিয়ে হত্যার পেছনে 'সরকারবিরোধী রাজনীতি' দেখছে পুলিশ

ডেঙ্গু নিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এবং মানুষ পিটিয়ে মারা গুজব নিয়ে পুলিশ প্রধান জাবেদ পাটোয়ারীর বক্তব্যের জবাবে খুলনায় বিএনপির সমাবেশে তিনি বলেন, এর মধ্যদিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদের ব্যর্থতা আড়াল করতে চায়।ফখরুল বলেন,কোনো কিছু ঘটলেই তারা বিরোধী দলের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায়। এটি সম্পূর্ণ তাদের ব্যর্থতা।তিনি বলেন,কিছুক্ষণ আগে একটা কার্টুনে দেখলাম যে, ডেঙ্গু ও পিটিয়ে মরার ভয়ে সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষকে একটা পুরোপুরি অনিরাপদ ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন,এই সরকার লুটপাট করছে, দখল করছে, তারা গুলি করে মানুষ মেরেছে। এখন মশা দিয়ে মানুষ মারছে।দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বরিশাল ও চট্টগ্রামের পর খুলনার এই সমাবেশ করেছে বিএনপি।নগরীর শহীদ হাদিস পার্কে মহানগর বিএনপির উদ্যোগে এই সমাবেশে যশোর, নড়াইল, মাগুরা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট জেলা থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীরা যোগ দেয়।২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের সময়ে এই মাঠে সমাবেশে খালেদা জিয়া বক্তব্য দিয়েছিলেন। এরপর এই মাঠে বিএনপির কোনো সমাবেশ হয়নি।সমাবেশে ফখরুল দলীয় চেয়ারপারসনকে মুক্ত করতে নেতা-কর্মীদের ভেদাভেদ ভুলে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

বন্যার কারণে বিভাগীয় অন্য সমাবেশগুলো স্থগিত করার কথা জানিয়ে তিনি এখন বানভাসিদের পাশে দাঁড়াতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন।বৈরী আবহাওয়া ও সরকারের বাধা ডিঙ্গিয়ে সমাবেশ ব্যাপক উপস্থিতির জন্য ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে খুলনার নেতা-কর্মীদের অভিনন্দন জানান বিএনপি মহাসচিব।খুলনার এই সমাবেশে পাটকল শ্রমিকদের চরম দুরবস্থার বিষয়টি স্মরণ করে তাদের ন্যায্য মজুরি কাঠামোর দাবি মেনে নেওয়ার আহবান জানান তিনি।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে অভিযোগ তুলেছেন, তা নিয়ে সরকারের স্পষ্ট বক্তব্য দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব ফখরুল।তিনি বলেন, আমরা পত্রিকায় পড়েছি, প্রিয়া সাহা নামে একজন ভদ্রমহিলা ওয়াশিংটনে কী বক্তব্য দিয়েছেন, যে বক্তব্যে আওয়ামী লীগের লোকেরা নিজেরাই ক্ষুব্ধ হয়ে গেছেন।প্রথম দিন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন যে, তার (প্রিয়া সাহা) বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হওয়া উচিত। এর পরের দিন উনি বললেন, না, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেয়া উচিৎ। তিনি (প্রিয়া সাহা) আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। যে টেলিফোন কনভারসেশন বেরিয়ে এসেছে, সেখানে তিনি বলেছেন, এটা তো আমার কথা নয়, এটা প্রধানমন্ত্রীর কথা।আমরা জানতে চাই, দেশবাসী জানতে চায় কোনটা সত্যি? এটা কি প্রধানমন্ত্রীর কথা, না কি প্রিয়া সাহার কথা। আমরা জানতে চাই, এই চক্রান্ত কিসের চক্রান্ত? জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বলা হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক চক্রান্তটা কী?

ভারতীয় হাইকমিশনারের এক বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে গয়েশ্বর বলেন, ভারতীয় হাইকমিশনারের একটা বক্তব্য দেখলাম কালকে, উনাকে সম্মান জানিয়ে বলব, তিনি বলেছেন ভারত ও বাংলাদেশের সরকার নাকি বিপুল বিজয় নিয়ে সরকার গঠন করেছে।"বাহ! ভারতের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিজয় আর শেখ হাসিনার বিজয় আপনি এক মাপকাঠিতে মাপলেন। সেই কারণে বলব, আপনারা বিদেশিরা যারা এই হাসিনা সরকারকে যত বৈধতার সার্টিফিকেট দেন, বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভাগ্য পূরণ করবে। যে দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করতে পারে, তারা দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারবে।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে চিড় ধরার কথা অস্বীকার করে বিএনপি মহাসচিব ফখরুল বলেন, তাদের সব জোটে ঐক্য অটুট রয়েছে।তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মহল অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা বলছে যে, বিএনপি যে মিটিং-টিটিং করছে ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য করছে।আমরা পরিষ্কার ঘোষণা দিতে চাই, ২০ দল ঠিক আছে, ঐক্যফ্রন্টও ঠিক আছে। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সরকারকে পরাজিত করব, নেত্রীকে মুক্ত করব।

গয়েশ্বর বলেন,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির চেয়েও জরুরি হয়ে গেছে এই সরকারের পতন। তাদের পতন হলেও দেশনেত্রীর মুক্তি হবে, গণতন্ত্রের মুক্তি হবে, মানুষের জীবন নিরাপদ হবে।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নজরুল ইসলাম খান, শামসুজ্জামান দুদু, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, নিতাই রায় চৌধুরী, মশিউর রহমান, সৈয়দ মেহেদি আহমেদ রুমি, কবীর মুরাদ, মাহবুবউদ্দিন খোকন, হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সোহরাবউদ্দিন, আজিজুল বারী হেলাল, আসাদুজ্জামান, শামীমুর রহমান শামীম, রফিকুল ইসলাম বকুল, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, নেওয়াজ হালিমা আরলি, অমলেন্দু অপু, জয়ন্ত কুমার কুন্ড, আমিরুজ্জামান শিমুল, আনোয়ার হোসেইন, সুলতানা আহমেদ, মোরতাজুল করীম বাদরু, মামুন হাসান, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুলে, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, একেএম ওয়াজেদ।

খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জুর সভাপতিত্বে এবং খুলনা মহানগর সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি ও জেলা সাধারণ সম্পাদক আমীর এজাজ খানের পরিচালনায় সমাবেশে খুলনার এসএম শফিকুল আলম মনা, গাজী আব্দুল হক, সাহারুজ্জামান মোত্তর্জা, যশোরের বিলকিস ইসলাম, বাগেরহাটের এম এ সালাম, সাতক্ষীরার রহমতউল্লাহ পলাশ, নড়াইলের বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলমসহ বিভিন্ন জেলার নেতারাও বক্তব্য রাখেন। এই সমাবেশে মাসুদ অরুন, মফিকুল হাসান তৃপ্তি, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, মজিবুর রহমান, টিএস আইয়ুব, ইশতিয়াক আজিজ উলফাত শায়রুল কবির, ইয়াসীন আলী উপস্থিত ছিলেন।

রাজনৈতিকভাবে পরাজিত কুচক্রী মহল শিশু অপহরণের গুজব ছড়াচ্ছে : তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বৃহস্পতিবার সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত কুচক্রী মহল পদ্মসেতুর নির্মাণকাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষে সম্প্রতি শিশু অপহরণের গুজব ছড়িয়ে বিভিন্ন নিরীহ মানুষকে গণপিটুনির ঘটনা ঘটিয়েছে।

জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ন্যাপ (ভাষানী)'র ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি একথা বলেন।মন্ত্রী বলেন,জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করায় এই কুচক্রী মহলটি রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে এখন গুজব ছড়াচ্ছে যে 'পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য শিশু বলি' প্রয়োজন।বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন মহাসড়কে রয়েছে উল্লেখ করে হাছান বলেন, 'বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের এই ব্যাপক উন্নয়ন ও পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রশংসা করছে। কিন্তু পরাজিত কুচক্রী মহলটি এই উন্নয়ন দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে।তিনি আরো বলেন, দেশের জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করায় এই স্বার্থান্বেষী মহলটি এখন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা গুজব ছড়াচ্ছে যে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে এক লাখ শিশুর বলি প্রয়োজন।এই গুজবকে জঘন্য ও বিপজ্জনক অপপ্রচার উল্লেখ করে তিনি গণপিটুনির ঘটনাকে 'হত্যাকান্ড' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এই গণপিটুনির সঙ্গে জড়িত কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের ৭০ শতাংশই বিএনপি জামাত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন,দুষ্কৃতকারীদের পাশাপাশি এই গুজব ছড়ানোর পেছনে মূল হোতাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ এই দুষ্কৃতকারী ও অপরাধীদের প্রতিরোধ করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণীত হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, সরকারের পাশাপাশি তার দলও বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। দলের নেতাকর্মীরা বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে।

ড় হাছান বলেন, সরকার বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে। কিন্তু বিএনপি ও গণফোরামের ত্রাণ কার্যক্রম শহরের প্রেসক্লাব ও নয়া পল্টন এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।তিনি বিরোধী দলের দৃশ্যমান ত্রাণ তৎপরতার সক্ষমতার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।ন্যাপ (ভাষানী)'র চেয়ারম্যান এম এ ভাষানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ,নগর আওয়ামী লীগের দক্ষিণ শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ ও সাবেক আইন প্রণেতা নাজমুল হক প্রধান।

ঘরে আগুনের বিচারের জন্য মন্ত্রীর কাছে গিয়ে সাড়া পাননি প্রিয়া সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।। পিরোজপুরে পৈত্রিক বাড়িতে হামলা ও আগুনের ঘটনার প্রতিকার চেয়ে প্রিয়া সাহা স্থানীয় সাংসদ ও পূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের কাছে গেলে তিনি ওই বিষয়ে অনীহা দেখিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাসগুপ্ত।

'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের সাথে প্রিয়া সাহার সাক্ষাৎ ও সাক্ষাৎকার' বিষয়ে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করার পর প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে উত্তেজনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পুরো জাতিকে আশ্বস্ত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন রানা দাশগুপ্ত।ওই ঘটনার পর প্রিয়া সাহাকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। সংগঠনের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজের জন্য তাকে বহিষ্কারের কথা সে সময় জানিয়েছিলেন সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত।

সে বিষয়ে এখন তিনি বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রিয়া সাহার পরিচয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ হওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টির কারণে তাকে সংগঠন থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।দলিত সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'শারি'র পরিচালক প্রিয়া সাহা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গত ১৭ জুলাই হোয়াইট হাউজে গিয়ে ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করেছিলেন।তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বলেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মৌলবাদীদের নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নিখোঁজ (ডিজঅ্যাপিয়ার্ড) হয়েছেন। তারা যেন দেশে থাকতে পারেন, সেজন্য ট্রাম্প যেন সহায়তা করেন।তার ওই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বিভিন্ন মহলে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রানা দাশগুপ্ত বলেন, প্রিয়া সাহার পৈত্রিক বাড়ি যে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটি সত্য। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এরপর কয়েক দিন আগে দেখলাম প্রিয়া সাহা এ ঘটনায় বিচার চেয়েছিল কি না বলে প্রশ্ন উঠেছে, তিনি বিচার চেয়েছিলেন।পৈত্রিক বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনার বিচারের চেয়ে প্রিয়া সাহা সরকারের বিভিন্ন দ্বারে দ্বারে যান জানিয়ে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন,আমার সামনেই শহীদ মিনারে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী এস এম রেজাউল করিম, তিনি ওই এলাকার সাংসদ, তার কাছে বিচার চেয়েছিলেন। কিন্তু রেজাউল করিম সাহেব সম্মানজনকভাবে তার সাথে কোনো কথা বলতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এগুলো আমার চোখের সামনে হয়েছে।আইনজীবী রানা দাশগুপ্ত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী।রানা দাশগুপ্ত বলেন, "ব্যক্তির যদি ঘর-বাড়ি জ্বলে থাকে, তাও আবার মানবাধিকারকর্মী প্রিয়া সাহার পৈত্রিক বাড়ি, সাধারণ হিন্দুদের কথা বাদই দেন, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের কথা বাদ দেন। আপনারা নিজেদের (সাংবাদিক) কথা বিবেচনা করেন, আপনাদের বাড়ি-ঘর যদি জ্বালিয়ে দেওয়া হত, বিচার চাওয়ার পরও কোথাও বিচারের মুখোমুখি না হয়, আপনাদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ হত কি না?তিনি বলেন, "ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কী বলেছেন এটা আমাদের বিচার্য নয়। ক্ষোভ থেকে বলেছেন কি না সেটাও আমরা জানি না। তবে এ কথা ঠিক ব্যক্তিত্বে ক্ষোভ হতেই পারে।আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, বিচার চাইলাম, মামলা করলাম, কিন্ত কেউ নাই! বরং উল্টো কথা, প্রিয়া সাহা নাকি নিজের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, এটা হয়?

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের এই অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী রেজাউল করিম বলেন,প্রিয়া বালার পৈত্রিক বাড়ি আমার ইউনিয়নে। তার বড় ভাই আমার বন্ধু। একটি পরিত্যক্ত ঘর পোড়াকে ঘিরে থানায় মামলা দায়ের করেন প্রিয়া বালার ভাইয়ের কেয়ারটেকার।সেখানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়।অন্য ধর্মবালম্বীদের অভিযুক্ত বা সন্দেহ করা হয়নি। তদন্তে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে।গত ৩ মার্চ রাতে পিরোজপুরের নাজিরপুরে প্রিয়া সাহার পৈত্রিক বাড়িতে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করেন শতাধিক মানুষ। ভাংচুর-লুটপাটের পর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে প্রিয়া সাহার স্বজনদের অভিযোগ। এ ঘটনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো হয়। মামলায় কারও নাম উল্লেখ না থাকলেও হামলার ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, যাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ছিলেন।এই হামলার জন্য স্থানীয় একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে দায়ী করেন প্রিয়া সাহার গ্রামের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মন্ডল।সম্প্রতি তিনি বলেন, "রাত ১১টার দিকে জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের (প্রিয়া সাহার ভাই) ভোগ দখলীয় জমি দখল করতে স্থানীয় ইউপি সদস্য নজরুল সরদারের নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ওই জমিতে প্রবেশ করে তাদের মাছের ঘের থেকে মাছ লুট-পাট শুরু করে।বিষয়টি স্থানীয়রা মাটিভাঙ্গা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা পুলিশদের ওপরও চড়াও হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।তার নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘুরা 'অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে' বসবাস করছেন দাবি করে রেজাউল করিম বলেন, তাছাড়া কোনো ঘটনার বিষয়ে আদালত বা থানায় মামলা হলে এমপি বা মন্ত্রীর বিচার করার কোনো অবকাশ থাকে না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে আমি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করি।ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছে প্রিয়া সাহার অভিযোগের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর প্রতিক্রিয়াকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলছেন রানা দাশগুপ্ত।তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রিয়া সাহার বক্তব্য নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপপ্রায়স আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যক্তির বক্তব্যকে পুঁজি করে সম্প্রদায় বিশেষকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যে ঘৃণ্য অভিসন্ধি আমরা লক্ষ করেছি তা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক।এর মধ্যে গত ২১ জুলাই প্রিয়া সাহার কাছ থেকে ব্যাখ্যা জানার আগে তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার পাশাপাশি তার পরিবারের জীবন ও সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা গোটা জাতিকে আশ্বস্ত করেছে।

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যতন বন্ধ হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,আগে যে রেঞ্জে ছিল তার থেকে কমতি ঠিকই আছে। কিন্তু আমরা তো বলেছি, নির্যাতনের ধারাটা অব্যাহত আছে।তবে বাংলাদেশ থেকে তিন কোটি ৭০ লাখ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক 'নিখোঁজ হয়েছেন' বলে প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে যে তথ্য দিয়েছেন, তা দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন সে বিষয়টি স্পষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেন পরিষদের এই নেতা।ডিজঅ্যাপিয়ার' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই ভালো বলতে পারেন। এটি যদি স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের গুম বা নিখোঁজ অর্থে বলে থাকেন তবে তা অসত্য এবং আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

তবে অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণার তথ্য তুলে ধরে রানা দাশগুপ্ত বলেন,গবেষণাগ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র কুখ্যাত কালাকানুন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের ছোবলে ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ দশকের মধ্যে এক কোটি ১৩ লাখ হিন্দু জনগোষ্ঠী হারিয়ে গেছে।সংগঠন থেকে প্রিয়া সাহাকে সাময়িক বহিষ্কার করার কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউসের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রিয়া সাহাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা আছে। কোনো কোনো মার্কিনী গণমাধ্যমে আমাকে সংগঠনের সভাপতি, প্রিয়া সাহাকে সাধারণ সম্পাদকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ছয়ের পাতায়

সরকার দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে : ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, এমপি বলেছেন, বর্তমান সরকার একটি দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করছে যেখানে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কোন ত্রাণ প্রয়োজন হবে না।তিনি বলেন,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন সত্ত্বেও বর্তমান সরকার খুশী না হয়ে বরং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য একটি দুর্যোগ এবং ভূমিকম্প-স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করছে।

তিনি বৃহস্পতিবার জেলার কাউনিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের গাজিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কাউনিয়া উপজেলার এক হাজার পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং বন্যার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।এ উপলক্ষে তিনি বন্যা-ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজার পরিবার প্রতি ১৬.৫০ কেজি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, দু'কেজি চিড়া, এক লিটার সয়াবিন তেল, এক কেজি চিনি, এক কেজি লবণ, এক কেজি মসুর ডাল এবং ৫০০ গ্রাম নুডলস।এসময় তিনি কাউনিয়া উপজেলায় নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ঘর নির্মাণের জন্য দু'শ বান্ডিল ঢেউটিন এবং ছয় লাখ টাকার বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা করেন।

কাউনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উলফৎ আরা বেগমের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো: জাকির হোসেন, এমপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: শাহ কামাল, জেলা প্রশাসক মো: আসিব আহসান ও কাউনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম। ডা: এনামুর বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্যায় আক্রান্ত জেলাগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি বলেন,আমাদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী রয়েছে। যেখানেই যখন প্রয়োজন হবে, সেখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষের মাঝে সরবরাহ করা হব।তিনি আরও বলেন, সরকার আগামী আগস্টের মাঝামাঝি আরও একটি সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় সকল প্রকার প্রস্তুতি নিচ্ছে।ডা: এনামুর বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রতিটি সেক্টরে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে।

তিনি বলেন,আগামী দশ বছরের মধ্যে একটি দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ গঠনের পর বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে আর স্থানান্তরিত হতে হবেনা। তারা তাদের দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতেই তখন তাদের সম্পদ ও গবাদি পশুর সাথে নিরাপদ থাকতে পারবেন।এর আগে ডা: এনামুর রংপুরের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বন্যা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য আয়োজিত জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: শাহ কামালের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো: আসিব আহসান।এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো: জাকির হোসেন বলেন, দেশে কেউ গৃহহীন থাকবেন না। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সকল জনগণের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন।বৈঠকে ডা: এনামুর বন্যা ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের সময়কালে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে নিজেদের মাঝে সমন্বয় নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন।

নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ায় বরিস জনসনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার এক অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়া উপলক্ষে আপনি আমার এবং বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ আপনার দেশকে ঐক্য, সমৃদ্ধি ও গতিশীলতার নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে আপনার নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যের জনগণের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে আমরা ২০১৮ সালে আপনার সফরের কথা আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি। আমরা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর নৃশংসতার জন্য মিয়ানমারকে জবাবদিহির সম্মুখীন করা এবং পূর্ণ মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের পৈতৃক ভূমিতে আশু ও টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতে আপনার ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ও যুক্তরাজ্যের বৈশ্বিক নেতৃত্বের ওপর আমাদের আস্থা বজায় রাখছি।'শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অভিন্ন মূল্যবোধ এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের গভীরে প্রোথিত।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতির পিতা ও আমার প্রিয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যুক্তরাজ্যের তৎকালীন কনজারভেটিভ সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্যার এডোয়ার্ড হিথের সমর্থনের ছয়ের পাতায়

সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার কর্মীদের জন্য গঠিত নবম মজুরি বোর্ডের রোয়েদাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রিসভা : কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।। সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার কর্মীদের জন্য গঠিত নবম মজুরি বোর্ডের রোয়েদাদ বিষয়ে মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড ২০১৮'র রোয়েদাদ চূড়ান্ত করতে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে মন্ত্রিসভা কমিটির আহ্বায়ক ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য তথ্য মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ, কৃষিমন্ত্রী ড় আবদুর রাজ্জাক, শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'মন্ত্রিসভা কমিটি সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে। এখন এটি কেবিনেট ডিভিশনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারের শেষ দিনে বিজেপি প্রার্থীর প্রচার র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চোখের পলক কেন ফেলি?

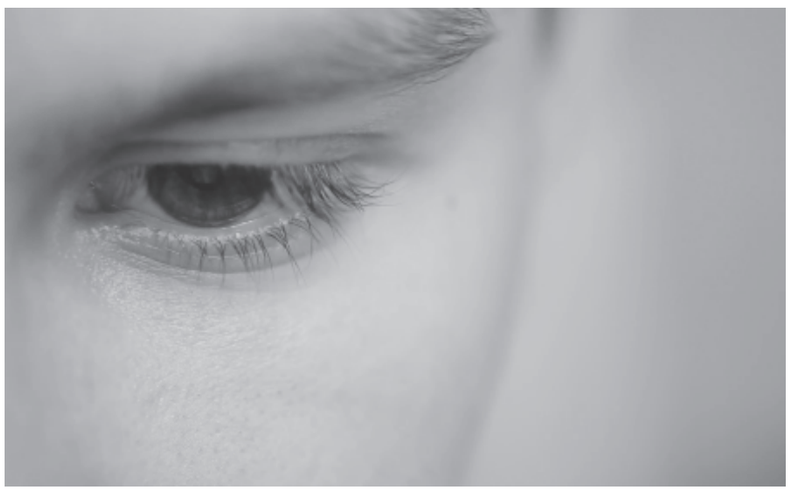

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিষ্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। 'আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়" বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়। তথ্য সমন্বয় করতে

একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে।

পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যান্সার হয়েছে কিনা?

স্কিন ক্যানসার বা চামড়ায় ক্যানসার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ায় ক্যানসার হলে আমরা বুঝতে পারি না। আর এর পরিণতি ভয়ানক হয়। চামড়ায় ক্যানসার এমন একটা রোগ, যা ছড়ায় তাড়াতাড়ি। আর বুঝতে দেরি হলেই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যানসার হয়েছে?

চামড়ায় ক্যানসার হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে। তবে চামড়ার ক্যানসার একেবারেই ফেলে রাখা উচিৎ নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি।

১) যদি দেখেন আপনার শরীরের কোথাও চামড়ার কোনও একটু জায়গায় গোল দাগ হয়ে গিয়েছে, তাহলে বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হতে পারে এটিইচামড়ার ক্যানসারের লক্ষণ। ২) চামড়ায় ক্যানসার হলে, চামড়ার উপরিভাগে কালো, গোলাপি, লাল এবং ব্রাউন এই ধরনের দাগ দেখা যায়। এই সমস্ত দাগকে ভুলেও অবহেলা করবেন না।

৩) চামড়ায় এই ধরনের দাগ খুব ছোট হলেও অগ্রাহ্য করবেন না। দাগ ছোট হলেও তা ভয়ঙ্কর।

৪) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ার এরকম দাগে চুলকানি না জ্বলুনি দেখা দেয়। এরকম কিছু বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যান।

আবিষ্কৃত নতুন প্রোটিন, শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করবে

সম্প্রতি গবেষণায় এক ধরনের প্রোটিন আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আবিস্কৃত সেই প্রোটিনের মাধ্যমে সারা শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ওন্টারিওর গুয়েলফ ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন যে, ক্যাধেরিন -২২ নামের এই প্রোটিন শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করে। বিশেষত স্তন এবং মস্তিষ্কের ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার হার কমাতে সাহায্য করে এই প্রোটিন। অধ্যাপক জিম উনাইক এই প্রসঙ্গে বলেন, ক্যাধেরিন -২২ খুবই শক্তিশালী এক ধরনের প্রোটিন। রোগীর দেহে প্রথম স্টেজে থাকা ক্যানসার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না এই প্রোটিন। ফলে রোগী তাড়াতাড়ি ক্যানসার সারিয়ে সুস্থ হতে পারেন। 'গবেষকরা আরও জানান, খুব কম অক্সিজেন এমন পরিবেশে তাঁরা ক্যানসার কোষের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। টিউমারের মধ্যে থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেই তাদের শক্তি ক্রমশ কমতে থাকে। তাঁদের মতে, ক্যানসার কোষ থেকে প্রোটিন বের করে দেওয়া সম্ভব।

৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুণ্ডি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে?

শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়।

এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল' বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস, অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়।

একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্ট কর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুণ্ডি পেতে পারেন। আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

কী দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেট দুধ?

দুধ আমাদের শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা খাবার। আমাদের শরীরে অনেক ঘাটতি পূরণ করে দুধ। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, দুধের মাধ্যমে শরীরের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে উল্টে আরও ক্ষতি করে ফেলছেন না তো?

বাড়িতে বাচ্চা থেকে শুরু করে আমরা সবাই দুধ খেয়ে থাকি। বাচ্চাদের বেশি পরিমাণে দুধ খাওয়ানো হয়। কারণ: এতে তাদের শরীরে অনেক উপকার হয়।

শুধু তাই নয়, শরীরে পুষ্টির অভাব পূরণ করে দুধ। সেই দুধেই মেশানো হচ্ছে ভেজাল। এমন ভেজাল, যা শরীরের ক্ষতি করবে। বেশিরভাগ মানুষই দোকান থেকে প্যাকেট দুধ কিনে খান। সারা দেশে যত পরিমাণ দুধ বিক্রি হয়, তার বেশিরভাগটাই ভেজাল। এই ভেজাল দুধে মেশানো হচ্ছে সাবান, কস্টিক সোডা, গ্লুকোজ, সাদা রং আর তেল। এই সমস্ত উপাদান দিয়েই তৈরি হচ্ছে ভেজাল দুধ। এর সংখ্যাটা ৬৮ শতাংশ। মানে আমাদের দেশে ৬৮ শতাংশ প্যাকেট দুধই ভেজাল।

সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ গ্রামে এই ভেজাল দুধ খাচ্ছে মানুষ। খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই ভেজাল দুধ বিক্রি বন্ধ করা যায়। তার জন্য লোকসভায় আবেদন করা হয়েছে।

অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও, দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো'র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে।এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু'টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

শরীরের দুর্গন্ধ কমানোর কয়েকটি সহজ উপায়

গায়ে দুর্গন্ধ। চেনা পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই লজ্জায় ছোট হয়ে যেতে হয় যদি আপনার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। আর এই সমস্যা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে শরীরের দুর্গন্ধ দূরকরবেন তার কিছু উপায় দেওয়া হল। সারাদিন রোদে গরমে থাকলে শরীর ঘেমে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণেই শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তবে এর আরও অনেক কারণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটা জেনেটিকও। তবে ঘামের ফলে যে দুর্গন্ধ দেখা দেয় তা কমানোর উপায় রয়েছে। ১) রোজ ভালো করে স্নান করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, শরীরের বেশ কিছু অংশে যেখানে ঘাম জমে কিন্তু শুকোতে পারে না, সেই সমস্ত স্থান রোজ ভালো করে পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) স্নানের জন্য শুধু সাবানই যথেষ নয়। কোনও অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, যা আপনার শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। ৩) খাবারের নিয়মের জন্যেও শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তাইএমন খাবার খেতে হবে, থেকে শরীরে দুর্গন্ধ না হয়। ৪) ঘাম থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। আর সেই ব্যাকটেরিয়ার ফলেই শরীরে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। তাই যে যে স্তানে ঘাম জমে সেই স্থানগুলি শুকনো রাখতে হবে।

সন্তানকে নিয়ে মা-বাবাদের উদ্বেগের কারণ

সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া দোষের কিছু নয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা হলে আগে নিজেকে নিয়ে একবার ভাবুন।

বিশেষ কারণে ভয়ঃ যদি সবসময় সন্তানের ফলাফল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আতঙ্কিত থাকেন তাহলে নিজেকে একটু পরীক্ষা করে নিন, এই ভয়ের মূল কারণ আসলে কী?

যেমন - সন্তান যদি অংকে খারাপ করে তবে আপনি কি তার ফলাফল নিয়ে চিন্তিত? নাকি ছোটবেলা এই বিষয়ে নিজেই কাঁচা ছিলেন বলে সেই ভয়টা এখনও কাজ করে?

উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুনঃ সন্তানের বিষয় আপনার উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি সন্তানের বিষয়ে অতিরিক্ত রক্ষণশীল কিনা।

উদাহরণ স্বরূপ, অপরিচিত কেউ খারাপ কিছু করতে পারে এই শংকায় আপনি হয়ত সন্তানকে বাইরে যেতে দিতে চান না। অভিবাক হিসেবে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আপনি সতর্ক থাকেন, ফলে শিশুর স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটবে। সন্তানকে যথার্থ জ্ঞান দিনঃ সন্তানের জন্য উদ্বেগ কমাতে তাকে পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা দিন। যেমন -সবসময় তো আর সন্তানকে আগলে রাখতে পারবেন না। তাই অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ কীভাবে সামাল দিতে হবে সে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দিন। শান্ত থাকার চর্চা করুনঃ- গভীর নিঃশ্বাস, ধ্যান এবং সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে হাঁটতে যাওয়া এসব করে উদ্বেগ কমিয়ে আনতে পারবেন। ফলে আপনি কেবল শান্ত থাকবেন তা নয় পাশাপাশি সন্তানকেও মনোযোগ সহকারে শেখাতে পারবেন।

উদ্বেগ অনুযায়ী কাজঃ যদি সত্যি কোনো কারণে চিন্তিত হন তবে সেই হিসেবে কাজ করুন।

যেমন - সন্তান শেখার অক্ষমতায় ভুগছে তাহলে তার প্রতিমনযোগ দিন। কেবল কম্পিউটার বা গুগলে সমাধান না খুঁজে শিশু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তির মত, একে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক মনে করলে ভুল করা হবে : ওয়েসি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : "ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তির মত, একে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক মনে করলে ভুল করা হবে।" লোকসভায় তিন তালাক বিলের তীব্র বিরোধিতা করে একথা বলেন হায়দরাবাদের সাংসদ তথা এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি। আসাউদ্দিনকে পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ পুনম মহাজন। তাঁর কথায়, "এদেশে বিবাহ পবিত্র সংস্কার। সেটা যে ধর্ম বা জাতই হোক না। সময়ের সঙ্গে সমাজ বদলে যাচ্ছে। ধর্মেও আনতে হবে"।

বৃহস্পতিবারই লোকসভায় বৃহস্পতিবার 'মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ) বিল, ২০১৯' নামের সংশোধিত তিন তালাক বিল পেশ করেন আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন হায়দরাবাদের সাংসদ তথা এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি। এদিন তিনি বলেন,"এমন আইন এনে মুসলিম মহিলাদের উপরে অত্যাচার করছেন। কেউ পুরুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে না। গ্রেফতার করলে খোরপোষ দিতে পারবেন না স্বামী। তিন বছর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে স্ত্রীকে"। একইসঙ্গে সনাতনী সংস্কৃতির বিয়ের সঙ্গে ইসলামের বিবাহের ফারাক রয়েছে বলেও মনে করিয়ে দেন আসাউদ্দিন। তাঁর কথায়,'ইসলামে বিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক নয়। এটাকে তেমন বানানোর চেষ্টা করবেন না। বরং বিবাহ একটা জন্মের চুক্তি"। আসাউদ্দিন আরও বলেন,"সরকারের মন্ত্রীর উপরে যখন মিটু-র অভিযোগ উঠেছিল, তখন কোথায় ছিল। ২৩ লক্ষ হিন্দু বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার জন্য সরকার কিছুই করছে না"।

আসাউদ্দিনকে ভারতীয় সংস্কার মনে করিয়ে দেন বিজেপি সাংসদ পুনম মহাজন। বলেন, "ভারতে বিবাহ পবিত্র সংস্কার, কোনও চুক্তি নয়। সেটা যে ধর্ম বা জাতই হোক কেন। সেই ব্যবস্থাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ধর্মের পরিভাষার সঙ্গে সমাজের পরিভাষা বদলে চলেছে। বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। ধর্মেও বদল আনতে হবে। হিন্দু ধর্মেও কুপ্রথাগুলির অবসান ঘটিয়েছি আমরা। ১৯৫৬ সালে ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার পান মহিলারা"। বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি। সে কারণে ভোটাভুটিতে সহজেই পাশ হয়ে যায় বিলটি। পক্ষে পড়েছে ৩০২টি ভোট। বিপক্ষে ৭৮টি। বিলের বিরোধিতায় ওয়াক আউট করেন কংগ্রেস, তৃণমূল ও জেডিইউ সাংসদরা।

বৃহস্পতিবার মিড ডে মিল প্রকল্প নিয়ে সিআইটিইউ রাজধানীতে বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

লোকসভায় মহিলা সাংসদের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য আজম খানের, ক্ষমা চাইতে বললেন স্পিকার

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : ফের অশালীন মন্তব্য করে বিতর্কে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আজম খান। এবার লোকসভার ভিতরেই উ স্পিকারের চেয়ারে বসা বিজেপি সাংসদ রমা দেবীর উদ্দেশ্যে আজম খান বলেন, "আপনাকে আমার এত ভালো লাগে যে, আপনার চোখে চোখ রেখে দেখতে ইচ্ছে করে।" যাতে হতবাক রমা দেবী উ আজম খানের মন্তব্যের জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে লোকসভায়। এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন স্পিকার ওম বিড়লা উ

অধিবেশন চলাকালীন এমন মন্তব্য করা যায় তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। যা করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আজম খান। বৃহস্পতিবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার অনুপস্থিতিতে স্পিকারের চেয়ারে বসা বিজেপির মহিলা সাংসদ রমা দেবীর উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য করলেন উত্তরপ্রদেশের রামপুরের সাংসদ। সংসদে তখন তিন তালাক বিল নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল। সেই সময় আজম খান আচমকা বলে উঠলেন, ""আপনাকে আমার এত ভালো লাগে যে, আপনার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে বড় ইচ্ছা করে।" এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন সাংসদ রমা দেবী। এভাবে সংসদে কথা বলা যায় না বলে তিনি গর্জে ওঠেন। তারপর সামলে নিয়ে আজম খান বলেন, "আপনি আমার বোনের মতো।"

আজম খানের মন্তব্যের জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে লোকসভায়। পরে আজম খান "আপনি আমার বোনের মতো।" বলায় আপাতত তপ্ত বাতাবরণ ঠাণ্ডা হলেও তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি উঠতে থাকে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সাংসদ আজম খানকে ক্ষমা চাইতে বলেন। আজম খান ক্ষমা চাওয়া তো দূরের ব্যাপার, উলটে জানান, "পদত্যাগ করতে পারি, যদি অসংসদীয় কথা বলে থাকি।"

গোটা ঘটনায় দলীয় সাংসদ আজম খানের পাশে দাঁড়িয়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ সিং যাদব।

নিগৃহিত শিক্ষককে মুখ্যমন্ত্রীর ফোন, যাদবপুরে প্রতিবাদ মিছিল

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.): কোন্নগরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হাতে নিগৃহীত অধ্যাপক ডঃ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, গতকালের ওই নিগ্রহের প্রতিবাদে আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ প্রকাশ্য মিছিল করেন।

বুধবার 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' না বলায় একদল ছাত্রছাত্রীকে আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন ওই শিক্ষক। গলা ধাক্কা দিয়ে জনসমক্ষেই পেটানো হয় ওই তাঁকে। প্রচারমাধ্যমে এই নিয়ে হইচই শুরু হতে চাপে পড়ে তৃণমূল। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামতে হয় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় বিজয় সরকার ও সন্দীপ পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কলেজ থেকে বের করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে ক্লাস বয়কট করেন শিক্ষকরা।

আজ মুখ্যমন্ত্রী নিগৃহিত অধ্যাপককে ফোন করে তাঁর পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। একই সঙ্গে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে বৃহস্পতিবার হীরালাল শীল কলেজে যান সুব্রতবাবু।

গতকালের নিগ্রহের ঘটনার পর থেকে কলেজে আর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত একরকম নিয়েই ফেলেছিলেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। স্ত্রীরও সেই সিদ্ধান্তে সম্মতি ছিল। তারপরেই সকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পান। অধ্যাপককে আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নির্ভয়ে কলেজে যাওয়ার নিদান দেন। মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পেয়ে মনে সাহস পান সুব্রতবাবু। তারপরেই কলেজ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তৃণমূল বিধায়ক প্রবীর ঘোষালের সঙ্গে কলেজে ঢোকেন সুব্রতবাবু। তাঁকে দেখার পরই তৃণমূল নেতারা হাত জোড় করে বুধবারের ঘটনার জন্য ক্ষমা চান।

এদিকে, এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জুটা) সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতীম রায় বলেন, বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ অরবিন্দ ভবন থেকে মিছিল বার হয়। সমবেতরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পরিক্রমা করেন শিক্ষক নিগ্রহের প্রতিবাদে। এ রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাথে না হয়, সে দিকে নজর রাখার দাবি করেন পার্থপ্রতীমবাবু।

অন্যদিকে, তৃণমূল প্রভাবিত ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর্স এসোসিয়েশন-এর সভানেত্রী কৃষ্ণকলি বসু বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের বলেন, কোনও হিংসার ঘটনাই আমরা সমর্থন করি নাউ কলেজের শিক্ষক প্রতিষ্ঠান চত্বরে যখন প্রহৃত হচ্ছিলেন, অধ্যক্ষ কোথায় ছিলেন? শিক্ষক এপ্রয়াদের মধ্যে রাজনীতির রং যত কম লাগে, তত মঙ্গলউ এ রকম পরিস্থিতি আমাদের কাম্য নয়উ আমি পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছিউ লাগলে আমাদের সংগঠনের হুগলি জেলার দল ওই কলেজে যাবেউ

কার্গিল যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে পাকিস্তানকে ভুগতে হবে হুঁশিয়ারি রাওয়াতের

দ্রাস (জম্মু ও কাশ্মীর), ২৫ জুলাই (হি.স.) : আগামী দিনে কার্গিল যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি দেখা দিলে তার ফল যে পাকিস্তানকে ভুগতে হবে। বৃহস্পতিবার সেই হুঁশিয়ারিই দিয়ে রাখলেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত।

গোটা দেশজুড়ে কার্গিল যুদ্ধের ২০ পূর্তি উদযাপন করা হচ্ছে। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রাসে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন, ১৯৯৯ সালে কার্গিলে অনুপ্রবেশ করে বড় ভুল করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যকে কোনওদিনই প্রশংসা করেনি পাকিস্তান। পাকিস্তান যে উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়েছিল সেই উদ্দেশ্য কোনওদিনই সফল হবে না। তারা যদি কোনও পর্বত শৃঙ্গ দখলও করে তবে তা জয় করে নিজেদের কব্জায় নিতে সক্ষম ভারতীয় সেনা।

পুলওয়ামা হামলার দায় নিতে নারাজ পাকিস্তান। এই প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন, সত্যিটা কি তা সবাই জানে। আমাদের পুলওয়ামা হামলা কারা চালিয়েছিল সেই সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি সমরাস্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। বন্দুক, হেলিকপ্টার ইতিমধ্যে

ছয়ের পাতায়

ব্রিটিশ আমলের ৫৮টি পুরনো আইনগুলিকে লুপ্ত করতে বিল পেশ লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : সরকারের পুরনো ও অচল হয়ে যাওয়া ৫৮টি আইনকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেওয়া জন্য বিল পেশ করা হল লোকসভায়। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বৃহস্পতিবার লোকসভায় দি রিপিলিং এণ্ড অ্যামেন্ডিং বিল ২০১৯ পেশ করেন। এই বিষয়ে লোকসভায় দাঁড়িয়ে রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুরনো এবং অচল আইনগুলিকে বিলুপ্ত করার জন্য নতুন পরম্পরা শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত সরকার ১৪৫৮ পুরনো আইনগুলিকে রদ করে দিয়েছে। এই ধারা আগামী দিনেও জারি থাকবে। এখন সরকার ৫৮টি আইন রদ তথা বিলুপ্ত করতে এই বিল পেশ করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, ব্রিটিশ যুগ থেকে চলে আসা এমন অনেক আইন রয়েছে যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কাজকর্মে জটিলতা তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এই যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর জানিয়েছেন, কোনও করম সময় দেওয়া ছাড়াই বিলের পর বিল পেশ করে চলেছে সরকার পক্ষ। বিলগুলিকে যাচাই করার সময় না দিয়েই তা পাশ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওমপ্রকাশ বিড়লা জানিয়েছেন, ব্রিটিশ যুগের আইনের জায়গায় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সেনাবাহিনীতে কলিঙ্গ রেজিমেন্টের দাবিতে সরব ওডিশার সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কলিঙ্গ রেজিমেন্ট গড়ার দাবি তুললেন বীজু জনতা দল (বিজেডি) সাংসদ সাসমিত পাত্র।

জিরো আওয়ারে সাসমিত পাত্র

ছয়ের পাতায়

পৃথক স্বশাসিত রাজ্য : আহূত ১২ ঘণ্টার বনধে স্তব্ধ ডিমা হাসাও, কারবি আংলং ও পশ্চিম কারবি আংলং জেলা

হাফলং (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার ডিমা হাসাও, কারবি আংলং এবং পশ্চিম কারবি আংলং জেলাকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার প্রতিবাদে এইচএসডিসি, কেএসএ, কেএনসিএ আইসা-সহ প্রায় ৪০টি ছাত্র ও বেসরকারি সংগঠনের ডাকা বৃহস্পতিবারের ১২ ঘণ্টার বনধে তিনটি পাহাড়ি জেলার জনজীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে।

৪০টি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ডাকা ১২ ঘন্টার কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলা বনধকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। যার দরুন ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং-সহ মহকুমা সদর মাইবাং, মাহুর, হারাঙ্গাজাও, উমরাংসো, দিয়ুংমুখ, হাতিখালি, লাংটিং প্রভৃতি এলাকায় বনধ ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। বৃহস্পতিবার বনধের জেরে জেলা সদর হাফলঙে বাজারহাট, দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, এলআইসি-র মতো প্রতিষ্ঠান সবই ছিল বনধের আওতায়। হাফলঙের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ সচিবালয় থেকে শুরু করে সব সরকারি কার্যালয়ের কাজকর্ম আজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। শুধু জেলাশাসকের কার্যালয় খোলা ছিল। তবে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল একেবারে নগণ্য।

বনধের দরুন শহরের রাস্তায় সরকারি বেসরকারি বা দূরপাল্লার কোনও যানবাহন চলাচল করেনি। তবে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল ছিল স্বাভাবিক।

বৃহস্পতিবার হাফলং শহরে কোনও বনধ সমর্থকদের চোখে পড়েনি। পিকেটার ছাড়াই বনধ হয়েছে সর্বাত্মক।

এদিকে কারবিআংলং ও পশ্চিম কারবি আংলংঙেও বনধ ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ।

উল্লেখ্য, সংবিধানের ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিগত ৩৩ বছর থেকে কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে বিভিন্ন দল সংগঠন। এমন-কি পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিতে দুটি পাহাড়ি জেলায় সশস্ত্র আন্দোলনের ফলে জেলার সার্বিক উন্নয়ন থমকে পড়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দেয়। যার ফলে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে অসমের দুটি পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন দল সংগঠন পুনরায় সরব হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি ডিফু লোকসভা আসনের সাংসদ হরেন সিং বে সংসদে কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে এর জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি বলেন, কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের কোনও প্রস্তাব নেই কেন্দ্রের কাছে। যার দরুন পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের সমগ্র ইস্যুটি চলে যায় হিমঘরে।

কাজে না নেওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মেটেলি ব্লকের জুরন্টি চা বাগানের শ্রমিকদের

মেটেলি, ২৫ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের জুরন্টি চা বাগানে চা পাতা কম পরিমাণে তোলা এবং কম মজুরি দেওয়া নিয়ে এবং কাজে না নেওয়ার অভিযোগ তুলে, কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। যদিও পরে বাগান ম্যানেজার ইন্দ্রনীল বসুর সাথে আলোচনার পর শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেন। জানা গিয়েছে, বিগত কয়েকদিন ধরে বাগানের প্রায় ৩০ জন শ্রমিক কম চা পাতা তুলেছিলেন। আর তারা

এদিন সকালে কাজে গেলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাগানের সকল শ্রমিক কাজ বন্ধ রেখে বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে বাগানের দুটি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বাগান ম্যানেজারের সাথে কথা বললে, বেলা দেড়টা নাগাদ ফের শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেন। বাগানের শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা জানিয়েছেন, বাগান কতৃপক্ষ অবৈধভাবে কিছু শ্রমিকদের কাজ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বাগান ম্যানেজারের সাথে কথা বলা হলে, তারা ভুল স্বীকার নেন। পরবর্তীতে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে এধরণের ভুল করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। শ্রমিকদের বিষয়টি জানানো হলে, তারা ফের কাজে যোগদান করেন।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভাসছে কাশ্মীর, রাজৌরিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

জম্মু, ২৫ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টির দাপটে অত্যধিক গরম ও আর্দ্রতাজনিত আবহাওয়া থেকে স্বস্তি পেল ভূস্বর্গের মানুষজউ

বুধবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি, রাতভর বৃষ্টিতে জল জমে যায় শ্রীনগরের বাণিজ্যিক কেন্দ্র লাল চক-সহ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায়উ রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় স্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহনউ প্রবল বৃষ্টিতে শ্রীনগরের লাল চক ছাড়াও রাজবাগ, জওহর নগর এবং বেমিনা ও মেহজুর নগরের মতো নীচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েউ এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর-এর পূর্বাভাস, আগামী ৪৮ ঘন্টা বৃষ্টি চলবে কাশ্মীরেউ আবহাওয়া দফতরের উপ অধিকর্তা মুক্তার আহমেদ জানিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘন্টা বৃষ্টি চলবে কাশ্মীরেউ

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই দুঃসংবাদউ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজন ব্যক্তিরউ রাজৌরি জেলার কান্ডি এলাকার ঘটনাউ মৃতের নাম হল, মহম্মদ ইশফাকউ ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে রাজৌরির মক পাট্টি গ্রামে ভেঙে পড়ে একটি খাটালউ এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'টি মোষের

আরও একবার পর্দায় 'বাঞ্ছারামের বাগান'

কলকাতা,২৫ জুলাই (হি.স.):১৯৮০ সালে তপন সিনহার পরিচালনায় 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিটি দেখেননি এরকম বাঙালি খুঁজে পাওয়া দায়উতবে, এবার তপন সিনহার পরিচালনার 'বাঞ্ছারামের বাগান' নয় এবার আসতে চলেছে রাজদীপ ঘোষের পরিচালনায় নতুন ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'উ

পরিচালক রাজদীপের ছবির গল্পও বাঞ্ছারামকে কেন্দ্র করেই।ছবির গল্প অনুযায়ী, সাত বছর আগে এক দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন স্ত্রী ও ছোটো মেয়েকে। এখন তাঁর একার জীবন। সারাদিন বাড়িতে থাকেন আর বাড়ির সামনের বাগান দেখাশোনা করেন। আচমকা কাছের মানুষদের হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। অনেক সময়ই নিজেকে মানসিকভাবে ঠিক রাখতে পারেন না। সেই সুযোগ নেয় তাঁর বাকি দুই মেয়ে। নানারকম ষড়যন্ত্র করে। ভূতের ভয় দেখিয়ে বাঞ্ছারামকে অসুস্থ করে তুলতে চায় তারা। দু"জনই ওই বাগানের মালিক হতে চায়।হঠাৎ একদিন ছোট মেয়ে বাঞ্ছারামের কাছে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু দুর্ঘটনার ফলে স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। কাউকেই ঠিকভাবে চিনতে পারে না। আচমকা ছোটো বোনকে সামনে দেখে বাঞ্ছারামের অন্য দুই মেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ছোটো মেয়েকে পেয়ে বাঞ্ছারাম বাগানটি তার নামে লিখে দেবে বলে আশঙ্কা করে তারা। ভূতের ভয় দেখিয়ে বাঞ্ছারামকে মারার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঘটতে থাকে একের পর এক অদ্ভুত ঘটনা।তবে,কি সেই ঘটনা তা জানতে হলে দেখতে হবে 'বাঞ্ছারামের বাগান'উ

ছবিতে দেখা যাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, রুবেল, শতাব্দী মিত্র, বর্ণা ব্যানার্জি, অম্লান মজুমদার, শান্তনু ঘোষ, অনিন্দ্য, অর্ণব, সুনীল ব্যানার্জি ও দুই শিশু শিল্পী ঋদ্ধি দাসগুপ্ত, রূপম মণ্ডল উইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ছবির শুটিংউ

লালবাজারের উল্টোদিকের বহুতলে আগুন

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স): বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারের উল্টোদিকের বহুতলে আগুন লাগল । বেলা ১২ টা ৪০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে । দমকল দেরিতে এসেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। আগুন নেভানোর কাজে দমকলের সঙ্গে হাত লাগান স্থানীয় যুবকরাও। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

বৃহস্পতিবার দুই নম্বর লালবাজার স্ট্রিটে একটি বহুতলে আগুন ধরে যায় । আগুন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন পুলিশ কর্মীরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটে ইঞ্জিন । দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে ওই বহুতলে আগুন ধরে যায় । দমকলের আধ ঘণ্টার চেষ্টায় ওই বহুতলের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই । গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বাগরি মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি এখনও টাটকা। বাগরির পরও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার অগ্নিকাণ্ডের খবর সামনে এসেছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, পার্ক স্ট্রিটের এপিজে হাউসেও আগুন লেগেছিল। এই ক'দিন আগেই আগুন লেগেছিল নন্দরাম মার্কেটে।

টেকনাফের মাদকের আসামি ইউপি চেয়ারম্যান বেনাপোলে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৫।। বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ভারত যাওয়ার সময় কক্সবাজারের এক ইউপি চেয়ারম্যান ও অস্ত্র, মাদকসহ একাধিক মামলার আসামিকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ।বৃহস্পতিবার মো. শাহজাহান নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় বলে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের এসআই খায়রুল ইসলাম জানিয়েছেন।

শাহজাহান কক্সবাজারের টেকনাফ সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সাবেক টেকনাফ উপজেলা চেয়ারম্যান জাফর আহমেদের ছেলে। তাদের বাড়ি টেকনাফের লেংগুর বিল গ্রামে।এসআই খায়রুল ইসলাম বলেন, বিকালে বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়।ভারত যাওয়ার জন্য ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পর তথ্য যাচাই করে দেখা যায় তার নামে অস্ত্র ও মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে এবং বিদেশ যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।পরে তাকে আটক করে পোর্ট থানা পুলিশে তুলে দেওয়া হয় বলে খায়রুল জানান।বেনাপোল পোর্ট থানার ওসি আবু সালেহ মাসুদ করিম সাংবাদিকদের বলেন, তার পাসপোর্ট বুক ছিল। তাই ইমিগ্রেশন আটক করে আমাদের হেফাজতে দিয়েছে।

অনশনের ১৩ তম দিনে প্রাথমিক শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ালেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা,২৫ জুলাই (হি.স.):বেতন বৃদ্ধির দাবি, অনৈতিক ভাবে শিক্ষকদের দূরে বদলির প্রতিবাদে ১৩ জুলাই থেকে অনশনে বসেন উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।সল্টলেকে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তির কাছে ওয়াই চ্যানেলে চলছে প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন। আজ বৃহস্পতিবার ১৩ তম দিনে পড়ল প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন উ ১৩ তম দিনে প্রথমিক শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়উ প্রথমিক শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে একটি বিবৃতিও পাঠান আভিনেতা।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশনকে সমর্থন জানিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' উস্তি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা গত ১১ থেকে ১২ দিন আমরণ অনশনে সামিল হয়েছেন ।তবুও,শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে খুব সদর্থক আলোচনা করবার সুযোগও এঁদের এখনও অবধি হয়নি এবং আশ্চর্য এই দুর্বিষহ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেও তাঁরা রাস্তায় নেমে আমরণ অনশন করছেন। এটা আমার তো মনে হয় সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এবং লজ্জার ব্যাপার। এটা কেন ঘটবে এরকম একটা অগ্রসর দেশে, অগ্রসর রাজ্যে। এই ঘটনার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে এই বিষয়ে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বাস্তবিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা যেন অবিলম্বে এই অনশনকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের যে দাবিদাওয়া তা পূরণ এবং এরপর কোনও ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে এই সমস্যার সমাধান হোক' উ

প্রসঙ্গত, ১৪ জন সহকর্মীর অবৈধ বদলির নির্দেশ বাতিল সহ পূর্ব বিদ্যালয়ে ফেরানো ও বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে অনশনে সামিল প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশউ যতক্ষণ না পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি দাবি ও বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করা হচ্ছে, ততক্ষণ এই অনশন অটুট থাকবে বলেই জানায় অনশনকারীরা উ সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠকেও হয় তাদেরউ কিন্তু বৈঠকের পরও কাটেনি জট। আর্থিক কারণেই তাদের বেতন দাবিমতো বাড়ানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী । তা নিয়ে অনশনকারীদের বক্তব্য, সরকারের ইগো ও সদিচ্ছার অভাবই দাবিপূরণে প্রধান বাধা। আর্থিক অনটন তাঁদের ন্যায্য বেতনক্রম দেওয়ার পথে কোনও বাধা নয়। তাই আমরা আনশন চালাব,শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও হাল ছাড়ব নাউ

স্থায়ীকরণ ও বেতনবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে আয়ুষ চিকিৎসকরা

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : স্থায়ীকরণ ও বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করলেন আয়ুষ চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার তাঁদের সমাবেশে এসে ভাষণ দেন বিজেপি-র অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু।

আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি এই পাঁচটি শব্দের সম্মেলনে 'আয়ুষ'। উদ্যোক্তাদের দাবি, গোটা রাজ্যে এঁদের সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। সায়ন্তনবাবু বলেন, গ্রামেগঞ্জে এঁরা চিকিৎসার একটা বড় দায়িত্ব নেন। সরকার এঁদের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ব্যবহার করেন। বারবার এঁরা আবেদন করা সত্বেও তা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

সহ সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল বলেন, স্থায়ীকরণের দাবি লঘু করতে একজন আয়ুষ চিকিৎসক দিনে ৬ ঘন্টা, সপ্তাহে ৫ দিনের বেশি কাজের সুযোগ দেওয়া হয় না। দৈনিক ৮০০ টাকা রোজে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাসিক আয় হয় ১৬ হাজার টাকা। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে স্থায়ীকরণের পাশাপাশি যতদিন তা কার্যকরী না হচ্ছে, মাসে ৪০ হাজার টাকা বেতন দাবি করছি। এছাড়া অবসরকালীন ভাতা ১০ লক্ষ টাকা, মেডিক্যাল বেনিফিট, ছুটি, ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবিমা এই দাবিগুলিও রয়েছে আমাদের। বিহার সরকার যদি আয়ুশ চিকিৎসকদের মাসে ৪০ হাজার টাকা দিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে পারবে না কেন?

নারায়ণবাবু বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় আয়ুষমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষের জন্য যথেষ্ঠ অর্থ কেন্দ্র দিচ্ছে। আমাদের দাবিগুলো রাজ্য বিবেচনা না করলে লাগাতার আন্দোলনে নামব।" যদিও প্রস্তাবিত সেই আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে তিনি মন্তব্য করেননি। এদিন সমাবেশের মূল উদ্যোক্তা ছিল 'ইউনাইটেড আয়ুষ ভয়েস'। ছিলেন 'বেঙ্গল আয়ুষ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, 'অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম' প্রমুখ সংগঠনের সদস্যরা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হল ডুয়ার্সে

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই (হি.স) : ভারি বৃষ্টি কম হওয়ায় এবার বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হল ডুয়ার্সে। ভুটান পাহাড় ও ডুয়ার্সে বৃষ্টি অনেকটাই কমেছে বুধবার বিকেল থেকে। ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চা বাগান থেকে জল নামতে শুরু করেছে। তবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের হালকা বৃষ্টি শুরু হয় ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায়। এদিকে, শ্রাবণ মাসে অনাবৃষ্টির ধাক্কায় বেসামাল দক্ষিণবঙ্গের চাষাবাদ। বাগনানের ফুল থেকে ঘাটালের সব্জী, সর্বত্রই প্রভাব পড়েছে এর।

গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সুখানি সেতু ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার জেরে নাগরাকাটার ও সুখানি বসতির মধ্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বানারহাটে মোগলকাটা চাবাগানের কালভার্টের ক্ষতি হয়েছে। নেপুচাপুর চাবাগান চত্বরে রাস্তা ধসে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। জলমগ্ন ডুয়ার্স । জলের তোড়ে ভেঙেছে সেতু । মাল ব্লকের নেওড়া বস্তি সংলগ্ন কুমলাই ও চেল নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়েছে গ্রামে । টানা দু''দিন পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি ও সমতলের বৃষ্টিতে জল বেড়েছে ডুয়ার্সের নদীগুলোতে। জলমগ্ন শতাধিক পরিবার। জলঢাকা, ডুডুয়া, গিলান্ডি নদীর জলস্তর নামতে শুরু করেছে। কিন্তু তার সঙ্গেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ভাঙনের। এর ফলে কয়েকশো চাষের জমি নদী গর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন গ্রামবাসীরা।

ঠিক উল্টো চিত্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির অভাবে অনিশ্চিত ফলন। মাঠেই শুকোচ্ছে সাধের ফসল। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় চিন্তা বাড়ছে কৃষকদের। শ্রাবণেও বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা। রোদের তাপে শুকিয়ে কাঠ খেত-খামার। জলের অভাবে নষ্ট হচ্ছে ফসল। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের দাসপুর। সব্জী চাষের জন্য সুনাম রয়েছে এই এলাকার। তবে এবছরের ছবিটা একেবারে আলাদা। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠেই শুকোচ্ছে ঝিঙে, করলা, কুঁদরি। শাকের ফলনেরও একই দশা। রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে নষ্ট হচ্ছে ফুলকপি, বাঁধাকপির চারাও। মাথায় হাত বাগনানের ফুলচাষিদের। ঘোড়াঘাটা, দেউলটি, রবিভাগ, কুলগাছিয়ার প্রায় ১৫০ একর জমিতে গোলাপ, গাঁদা, দোপাটির চাষ। বৃষ্টির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে ফুলের গাছ। দু'বেলা জল দিয়ে ফলন বাঁচানো চেষ্টা চলছে কৃষকদের।

চাঁচলে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা

চাঁচল, ২৫ জুলাই (হি. স.) : মালদার চাঁচলে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার এই অবরোধে সামিল হন পড়ুয়ারাও। অবরোধের জেরে চাঁচল-আশাপুর রাজ্য সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

জানা গিয়েছে, চাঁচলের থাহাঘাটি যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থা পড়ে রয়েছে। রাস্তাটির সংস্কার করা হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের থেকে শুরু করে থাহাঘাটি হাই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়াদের। এদিন রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্ষায় এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বহুবার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে। ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি জুটলেও ভোট পেরোতেই আর দেখা মেলেনা কারোরই। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা অবরোধ করেছেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর ব্লক প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে রাস্তায় যানজট দেখা যায়।

কৃষিকাজে এই এলাকার সুনাম বহুদিনের। বিশেষ করে বলতে হয় দরিয়াপুরের বেগুনের কথা। যা জেলার বাজারগুলিতে যথেষ্ট কদরের সাথে বিক্রি হয়। এছাড়া আমের কলম চাষ ও বিভিন্ন শাক সবজি চাষে এই গ্রামগুলি জেলায় প্রথমসারিতে। পৌড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মতিহারপুর পঞ্চায়েতের গালিমপুর পর্যন্ত পাঁচ কিমি রাস্তা ব্যবহারে অযোগ্য হয়ে যাওয়ায় গ্রামের কৃষককে ঘুরপথে সবজি বাজারে নিয়ে যেতে হয়। ফলত মুনাফার অনেকটাই চলে যাচ্ছে এই দীর্ঘ রাস্তা পেরনোর খরচ বহন করতে গিয়ে।

ওড়িশার সাংসদ

পাচের পাতার পর

জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এই দাবি প্রথমবারের জন্য করেছিলেন। দেশের জন্য ওড়িশার অবদানকে কুর্ণিশ জানিয়ে কলিঙ্গ রেজিমেন্ট গড়ে তোলা উচিত।

২০১৫ সালে নবীন পট্টনায়ক প্রথমবারের জন্য সেনাবাহিনীতে কলিঙ্গ রেজিমেন্ট দাবিতে সরব হন। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি এও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন এর সঙ্গে প্রাদেশিক মনোভাব থাকা উচিত নয়। জাত বা ধর্মের নামে রেজিমেন্ট তৈরি করা যায় না। ওড়িশায় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মগুলি বৃদ্ধি করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে স্বাধীনতার আগে প্রদেশ এবং জাতির ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে রেজিমেন্ট তৈরি করত ইংরেজরা। যেমন বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বিহার রেজিমেন্ট, মহারাষ্ট্র লাইট ইনফেন্টি রেজিমেন্ট। এর পাশাপাশি রাজপুত, ডোগরা, গোর্খা জাতির নামে রেজিমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, এদিন রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ শান্তা ছেত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে শিলিগুড়ির সেনা হাসপাতাল অসম বা অরুণাচলপ্রদেশে স্থানান্তর না করার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করার প্রস্তাবও দেন তিনি।

কাদের

তিনের পাতার পর

মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত অনুমোদন দিলেই নবম মজুরী বোর্ডের রোয়েদাদ গেজেট প্রকাশ করা হবে।'

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ জানান, গণমাধ্যম কর্মী আইন সংসদে পাশ হলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদেরকে ওয়েজবোর্ডের আওতায় আনা সম্ভব হবে। তবে নবম মজুরি শুধু সংবাদ পত্র ও বার্তা সংস্থার জন্য।

প্রিয়া সাহা

তিনের পাতার পর

প্রকৃতপক্ষে আমি পরিষদের সভাপতি নই।

প্রিয়া সাহা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তার সাংগঠনিক পরিচিত নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে 'সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড' বিবেচনায় স্থায়ী কমিটির জরুরি সভায় তাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয় ।প্রিয়া সাহা ঢাকায় ফিরলে তার বক্তব্য শুনে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানান রানা দাশগুপ্ত।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্মল রোজারিও এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জীসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

হাসিনার অভিনন্দন

তিনের পাতার পর

কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।'শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি সাগ্রহে ২০২১ সালে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপনের অপেক্ষায় রয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও অব্যাহত সাফল্য এবং যুক্তরাজ্যের জনগণের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং হাঙামায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি এবিভিপি-র

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি স)। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং কল্যাণী ও নবগ্রামে হাঙামায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। এই সঙ্গে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের অধ্যাপক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়কে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকদের হাতে নিগৃহিত হওয়ার তীব্র সমালোচনা করেন এবিভিপি নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার সংগঠনের তরফে এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের সমালোচনা করা হয়। এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ শ্রীহরি বারকর, রাজ্য সহ-সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার প্রমুখ অভিযোগ করেন, কেবল সুব্রতবাবুর হেনস্থা হওয়াই নয়, এর আগেও এ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে তৃণমূল কর্মীরা জোর করে নানা রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছে। বাধা দিতে গেলেই নিগৃহিত হতে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৮৩টি কলেজে ১৩০টির মত এ রকম ঘটনা ঘটেছে। মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে ৮২ জন কার্যকর্তা ও তাঁদের পরিবারের ওপর। ১২ জন বন্দী হয়েছেন। তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ জন।

কলেজে ভর্তির ভেরিফিকেশন ও কাউন্সিলিং চলাকালীন তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছেঁড়া নিয়ে এবিভিপির সঙ্গে সম্প্রতি বিবাদ বাধে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। আর সেই বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও বোমাবাজির জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় নদিয়ার কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ে। সেই সময়ে বোমার আঘাতে কলেজে ভর্তি হতে আসা দুই ছাত্র গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে তারক হাওলাদার নামে এক ছাত্রের বোমার আঘাতে পায়ের কিছুটা অংশ উড়ে যায়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবশ্য তারককে কলকাতায় অ্যাপেলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য।

আরটিআই সংশোধনী বিল পাশ প্রতিবাদ জানাল এসইউসিআই(সি)

আগরতলা, ২৫ জুলাই।। তথ্য জানার অধিকার আইন সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসইউসিআই(সি) এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা ছাড়াই বিলটি পাশ করিয়েছে। এই সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার ফলে জনগণ নানা ধরনের তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। সেই সাথে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সরকার তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকটাই সীমাবদ্ধতা চলে আসবে। এই বিল সংশোধনীর তীব্র নিন্দা করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেছেন জনগণের অধিকারকে খর্ব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের জনগণকে আন্দোলন গড়ে তুলার আহ্বান জানান তিনি।

ত্রিস্তর

● প্রথম পাতার পর

সামগ্রীও তাঁরা বুঝে নিয়েছেন। আগামী সন্ধ্যার মধ্যে নিজ নিজ বুথে ভোট কর্মীরা পৌছে যাবেন। তিনি আরও জানান, ভোটের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভোট কর্মীদের সুরক্ষারও ব্যবস্থা করেছে পুলিশ প্রশাসন। ফলে, নির্বিঘ্নে নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

ট্যাবলেটের সাথে তিনটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে । এছাড়া মহম্মদ আবুল খায়ের সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন পশ্চিম দুর্লভনারায়ণ গ্রাম এবং মহম্মদ মামুনুম ইসলাম একই থানাধীন খেদাবাড়ি ওয়ার্ড নম্বর ১ এর বাসিন্দা বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে ।

এদিকে, খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই পাচারকারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে । তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে ।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

ঊষারঞ্জন দেবনাথ জানিয়েছেন, প্রথমে তাঁর স্ত্রীকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা সংকটজনক দেখে তাঁকে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। তিনি জানান, চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুসারে তার স্ত্রী এখনও বিপদমুক্ত নন। তবে চিকিৎসকরা আশাবাদী, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১২ সালে অনুমোদন দিলেও দীর্ঘদিন তা স্থাপনের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি।

তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার রাজ্যের দায়িত্বভার নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগরতলায় এনআইটি-তে অস্থায়ীভাবে চালু এই প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই ১৪ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছেন।

এদিনের সভায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি পরিচালনার ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। সভায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি স্থাপনের জন্য সম্ভাবনাময় তিনটি জায়গার বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ। তিনি জানান, ইন্ডয়ান ইন্স্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি স্থাপনের জন্য ১২৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫৭.৫ শতাংশ, বেসরকারি শিল্প সংস্থার ৭.৫ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ৩৫ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করবে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিকাঠামো-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে কীভাবে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা যায় সে-সব বিষয়েও সভায় বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। এদিনের সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও সভায় জিরানিয়া এবং মোহনপুরের মহকুমা শাসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটার বিজেপিতে

আটের পাতার পর

এসে সরাসরি জাতীয় দলের পতাকাতলে সামিল হতে শুরু করেছেন। এর ফলে নিঃসন্দেহে বিজেপির শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার জনকল্যাণে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সেগুলির সঠিক বাস্তবায়নে তিনি সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। এখনও যারা বিরোধী শিবিরে রয়েছেন তাদেরকে মোহ ভঙ্গ করে বিজেপির পতাকাতলে সামিল হতে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল আহ্বান জানিয়েছেন।

রাওয়াতের

পাচের পাতার পর

ভারতের মাটিতে তৈরি হচ্ছে। রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যেগে একে ২০৩ আমেঠির কারখানায় তৈরি হবে। প্রযুক্তি কোন দেশ ভারতের সঙ্গে ভাগ করতে চাইছে তা স্বাগত। ভারতে অস্ত্রের বিপুল বাজার রয়েছে।

বালাকোটের এয়ারস্ট্রাইকের পর অনুপ্রবেশ কমে যাওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাওয়াত বলেন, দুইটি কারণে অনুপ্রবেশ কমে গিয়েছে। প্রথমটি হল সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী অনেক বেশি তৎপর আর দ্বিতীয়টি পাল্টা জঙ্গিদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। এমনকি সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তালাক বিল

● প্রথম পাতার পর

তারুর প্রশ্ন তোলেন, সুপ্রিম কোর্টই যখন বলে দিয়েছে তিন তালাক অবৈধ, তখন নতুন করে আইন আনার প্রয়োজন কী? ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে ছিলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন-এর (এআইএমআইএম) সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েসি। একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, """তিন তালাক দিলে স্বামীর তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে বিলে। কিন্তু স্বামী জেলে থাকলে তাঁর খোরপোশ কোথা থেকে দেবেন স্বামী, আর ওই মহিলাই বা কী ভাবে খোরপোশ পাবেন।""" তাই এই আইন কার্যত মহিলাদের শাস্তি দেওয়ার নামান্তর, মত ওয়েইসির।

ফৌজদারি বিধি দণ্ডবিধি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূলও ।দলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওয়াকআউট করেন সাংসদরা। বিলের বিরোধিতা করে ওয়াকআউটে শামিল হন বিজেডি সাংসদরাও। তেলুগু দেশম পার্টির জয়দেব গাল্লার প্রশ্ন, """হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ফৌজদারি অপরাধ নয়, খ্রিস্ট ধর্মেও নয়, তাহলে শুধুমাত্র মুসলিম আইনেই কেন হবে।""" বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবিও ওঠে বিরোধী শিবির থেকে।

কেন্দ্র অবশ্য একাধিক যুক্তি দিয়েছে বিলের পক্ষে। সংসদে বিল পেশ করেন আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তাঁর বক্তব্য, """পাকিস্তান, মালয়েশিয়ার মতো অন্তত ২০টি মুসলিম দেশেও তিন তালাক নিষিদ্ধ। তাহলে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়ে কেন সেটা করতে পারব না। যে সব দেশে শরিয়ত আইন চালু, সেখানেও তিন তালাক ফৌজদারি অপরাধ।""" ওয়েইসির প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি সাংসদ পুনম মহাজন আবার পাল্টা ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বলেন, """আপনার বোনকে কেউ তিন তালাক দিলে আপনার ভাল লাগবে তো?"""

কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, লোকসভায় এনডিএ-র যথেষ্ট গরিষ্ঠতা আছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সরকার সংসদীয় কমিটিকে এড়িয়ে যাবে। সেই কমিটিতেই এই ধরনের বিতর্কিত বিল নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। তাঁর দাবি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আইন করা হোক।

বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ মহম্মদ জাভেদ বলেন, বিলটি আনার ফলে মুসলিম মহিলাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই বিলের পাশাপাশি হিন্দু মহিলাদের জন্যও কোনও বিল আনা হোক। পাশাপাশি সপা সাংসদ এসটি হাসান বলেন, তিন তালাক দেওয়ার ফলে যদি কাউকে ৩ বছরের জেলে যেতে হয় তাহলে সে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেবে কীভাবে?

বিলের বিরোধিতা করে আরএসপি সাংসদ এন কে রামচন্দ্রন বলেন, হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীকে জেলে দিচ্ছেন না কেন? শুধুমাত্র মুসিলমদের জন্যই কেন এই আইন? এই আইন মুসলিম বিরোধী।এদিন জেডি(ইউ)সাংসদ রাজীব রঞ্জন সিংহ লোকসভায় বলেন, এই বিলে একটি "এই বিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করবে উ আমাদের দল এই বিল সমর্থন করবে না উ তবে এই বিলের সমর্থনে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে এদিন এই বিলের সমর্থন করেছে নবীন পট্টনায়কের বিজেডি উ এদিন সংসদে এই বিলের পক্ষে দলের সহমতের কথা জানান বিজেডি সাংসদ অনুভব মহান্তি উ

এদিকে, সংসদে তখন তিন তালাক বিল নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল। সেই সময় স্পিকারের চেয়ারে বসা বিজেপি সাংসদ রমা দেবীর উদ্দেশ্যে আজম খান বলেন, "আপনাকে আমার এত ভালো লাগে যে, আপনার চোখে চোখ রেখে দেখতে ইচ্ছে করে।" যাতে হতবাক রমা দেবী উ তাঁর মন্তব্যের জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে লোকসভায় ।লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সাংসদ আজম খানকে ক্ষমা চাইতে বলেন। আজম খান ক্ষমা চাওয়া তো দূরের ব্যাপার, উলটে জানান, "পদত্যাগ করতে পারি, যদি অসংসদীয় কথা বলে থাকি।" গোটা ঘটনায় দলীয় সাংসদ আজম খানের পাশে দাঁড়িয়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ সিং যাদব।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

দত্ত। এবিষয়ে একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমেছে গভীর শোকের ছায়া পাশাপাশি ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। এদিকে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত অসিম দেবের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগন।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

ছাড়পত্র দেবে।

ডঃ কেলে আরও জানিয়েছেন, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির চেয়ারম্যানের সাথে পিজিসিআইএলএর কাজে ধীরগতি এবং ট্রানজিট ক্যাম্পের প্রস্তাব ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আগরতলা শহরে স্মাট মিটার প্রজেক্টের প্রস্তাব ন্যাশন্যাল স্মার্ট গ্রিড মিশন বিবেচনা করবে। তিনি জানান, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির চেয়ারম্যান ট্রানজিট ক্যাম্পের কিছু স্থান পরিবর্তনে সম্মত হয়েছেন।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

বছর দুবার ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ এবং ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ স্থির করা হয়েছে। এছাড়া ষাণ্মাসিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এবং বার্ষিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির তৃতীয় অথবা মার্চের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্রের খবর, শিক্ষা দফতর সারা রাজ্যের জন্য অভিন্ন পরীক্ষাসূচি চালু করতে চলেছে। তাছাড়া প্রশ্নপত্রগুলো ইংরেজি এবং বাংলায় ছাপানো হবে। প্রসঙ্গত, তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৭৫টি এবং নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৩৬টি বিষয় রয়েছে। শিক্ষা দফতরের জনৈক আধিকারিকের দাবি, বুনিয়াদি স্তরে ৩.২০ লক্ষ এবং নবম শ্রেণিতে ৫৫ হাজার ও একাদশ শ্রেণিতে ৩৬ হাজার ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৮০০ কোটি

● প্রথম পাতার পর

সাথে দেখা সম্ভব হবে বলে জানিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, কী কারণে ভিজিল্যান্স যেতে বলছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তাছাড়া, কারণ না জেনে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে কেন ডাকা হচ্ছে তা অবশ্যই তাঁদের জানাতে হবে। কারণ, আমাকেও প্রস্তুতি নিতে হবে। এমনিতেই ডাকলে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই পরবর্তী সময়ে দিন তারিখ স্থির করতে বলেছি, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বাম আমলে বহু দুর্নীতি হয়েছে, এমন অভিযোগ রয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রাক্তন আমলার বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্তের ঘটনায় মনে করা হচ্ছে, ত্রিপুরায় বাম আমলের সমস্ত দুর্নীতি এখন গর্ত খুড়ে বের করবে বিজেপি জোট সরকার।

বিজিবি

● প্রথম পাতার পর

সুমন মিয়াঁর বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

ওই ১২ জন রোহিঙ্গার কাছে সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বিজিবি-র টালাবাহানায় আটদিন ধরে তাঁরা জিরো পয়েন্টে আশ্রিত ছিলেন। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের টুআইসি অরুণ কুমার বার্মা জানিয়েছেন, গত ১৭ জুলাই থেকে একাধিকবার বিজিবি-র সাথে বিএসএফ-এর পতাকা বৈঠক হয়েছে। এমন-কি, ওই রোহিঙ্গাদের সমস্ত কাগজপত্র বৈধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বিজিবি তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল না। তিনি জানান, গতকাল বিজিবি জানিয়েছিল, ওই ১২ জন রোহিঙ্গার সমস্ত কাজগপত্র যাচাই করা হয়েছে। তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র বৈধ পাওয়া গিয়েছে।

তবে আজ দুপুরে ফের বিএসএফ-বিজিবি শীর্ষ পদাধিকারিরা পতাকা বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকেই স্থির হয়েছে, বিজিবি ১২ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, জানান অরুণ কুমার বার্মা। সে-মোতাবেক আজ বিকাল চারটা নাগাদ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের শিবিরে ফিরে যান, বলেন তিনি।

খেলা খেলা

প্যারাশ্যুট রেজিমেন্টের ট্রেনিংয়ে যোগ দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি

বেঙ্গালুরুঃ: ভারতীয় সেনার প্যারাশ্যুট রেজিমেন্টের ট্রেনিং সেশনে যোগ দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বেঙ্গালুরুতে ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়ার্টারে যোগ দিলেন ধোনি। ২০১১ সালে প্যারাশ্যুট রেজিমেন্টের সাম্মানিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে নিযুক্ত হন ধোনি। ২০১৫ সালে ধোনি নিজেকে একজন প্যারাট্রুপার হিসেবে গড়ে তোলেন। এবার দু"মাসের জন্য ট্রেনিংয়ে যোগ দিলেন বেঙ্গালুরুতে।বিশ্বকাপের পর তিনি কতদিন আরও খেলা চালিয়ে যাবেন ? নাকি অবসর ঘোষণা করবেন, তা নিয়ে দেশজুড়ে নানা জল্পনা। ভারতীয় দলের আসন্ন ক্যারিবিয়ান সফর থেকে নিজের নাম তুলে নিয়েছিলেন। এবার আগামী দু"মাসের জন্য সেনাবাহিনীর ট্রেনিং সেশনে যোগ দিলেন মাহি। এর আগে আগরাতে তিনি পাঁচটি প্যারাশ্যুট ট্রেনিংয়ে সফল ভাবে উত্তীর্ণ হন।

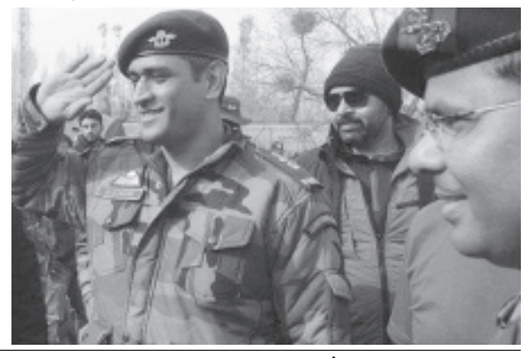

হিমা দাসকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে এ কী বলে বসলেন সাধগুরু !

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: উদ্দেশ্য অসতছিল না। কিন্তু অনিচ্ছাকৃভাবেই সাধগুরু যা করলেন, তাতে নেটিজেনদের হাসির খোরাকে পরিণত হলেন তিনি। টুইট করে সোনার মেয়ে হিমা দাসকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে রীতিমতো কেলেঙ্কারি করলেন তিনি।ইংরাজি জ্ঞান অনেকের কম হতেই পারে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশের গর্বকে ইংরাজিতে শুভেচ্ছা জানানোর আগে একটু সতর্ক থাকাই তো স্বাভাবিক। তবে "পরমজ্ঞানী" সাধগুরু তেমনটা করেননি। তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইংরাজি ভাষায় অসমকন্যা হিমা দাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর সেই টুইটটি দেখেই চক্ষু চড়কগাছ নেটিজেনদের। এ কী লিখেছেন তিনি! সাধগুরুকে কটাক্ষ করে তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন নেটদুনিয়ার বাসিন্দারা। সাধগুরু লিখেছেন, "হিমা দাস ভারতের "গোল্ডেন সাওয়ার"। অভিনন্দন ও আশীর্বাদ।" আর যত গন্ডগোল এই "গোল্ডেন শাওয়ার" শব্দটি নিয়ে। এই শব্দে অর্থ যৌন তৃপ্তির জন্য অন্যের শরীরে প্রস্রাব করার অভ্যাস। শব্দটি বেশ আপত্তিকর। কিন্তু সাধগুরু এটি ব্যবহার করেছেন "সোনার স্নান" হিসেবে। আর সেই কারণেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। অনেকেরই প্রশ্ন, কেন সঠিক মানে না জেনেই হিমা দাসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি? তবে মজার বিষয়, এতবড় ভুলটির পরও টুইটটি এখনও পর্যন্ত মুছে ফেলেননি সাধগুরু। হিমাও তাঁর টুইটের কোনও উত্তর দেননি।উল্লেখ্য, চলতি মাসে ১৮ দিনের মধ্যে ইউরোপে পাঁচটি সোনা জিতেছেন অসমের অ্যাথলিট। চেক প্রজাতন্ত্রে ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন তিনি। এ মাসে প্রথম সোনাটি পেয়েছিলেন ২ জুলাই। পোলান্ডে পোজনান অ্যাথলেটিক্স-এ ২০০ মিটারে প্রথম হন তিনি। তার পাঁচ দিন পরেই ৭ জুলাই পোলান্ডেই কুতনো অ্যাথলেটিক্স মিটে ফের ২০০ মিটারেই সোনা জেতেন হিমা। ছয় দিন পরে ১৩ জুলাই চেক প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত ক্লাদনো অ্যাথলেটিক্স মিটে ২০০ মিটারে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করেন হিমা। চেক প্রজাতন্ত্রে জেতেন পরের সোনাটি।

মাঠের বাইরে অন্যরকম স্যালুট-এ নেটিজেনদের মন জিতলেন কটরেল

বিশ্বকাপে বল হাতে আগুন ঝরানো ক্যারিবিয়ান পেসার শেলডন কটরেল-কে দেখা গেল এ বার অন্য এক ভূমিকায়। দৃষ্টিহীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটান এই জামাইকান পেসার। তার পরে ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্যালুট করতে দেখা গিয়েছে শেলডনকে। এই স্যালুট যে ক্রিকেট বিশ্বের খুব পরিচিত।এ বারের বিশ্বকাপে দুরন্ত বোলিং করেন কটরেল। তাঁর বিষাক্ত সুইংয়ের শিকার হয়েছেন বিশ্বের বহু তাবড় ব্যাটসম্যান। প্রতিটি উইকেট নিয়ে স্যালুট করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অবশ্য বিশ্বকাপের অনেক আগে থেকেই শেলডন কটরেলকে সবাই স্যালুট করতে দেখেছেন।ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তারকা ক্রিকেটার কেন বিপক্ষের উইকেট নেওয়ার পরে "স্যালুট" করেন? এক সাক্ষাতারে কটরেল জানিয়েছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন, তাই তাঁর সহকর্মীদের প্রতি তিনি এই স্যালুট উতর্গ করেন। এইবারে সেই স্যালুট ভারতের দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দল ক্যারিবিয়ান সফরে জামাইকাতে। আর তার মাঝেই আর্মি বেস ক্যাম্পে কটরেলের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। কটরেলও উষ্ণ অভিবাদন জানান ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেই মুহূর্তের ছবি টুইট করে কটরেল লেখেন,""এই ভারতীয় দল ঐতিহাসিক সফরে জামাইকাতে এসেছে। তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আর্মি বেস ক্যাম্পে। আমার স্যালুট এই প্লেয়ারদের প্রতি। অনেক অনেক অভিনন্দন।"" ভারতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দলের সঙ্গে সাক্ষাতকরে নেটদুনিয়ায় প্রশংসিত কটরেল। ভারতীয় দলের পাশাপাশি জামাইকান দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দলকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।বিশ্বকাপে বোলিংয়ের পাশাপাশি দুরন্ত ফিল্ডিংও করতে দেখা যায় কটরেলকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্টিভ স্মিথের মারা শট দারুণ ভাবে তালুবন্দি করেন তিনি। তাছাড়াও বিশ্বকাপে ন"টি ম্যাচে ১২ উইকেট নেন কটরেল। আসন্ন ক্যারিবিয়ান সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরীক্ষা নেবেন কটরেল।

সরফরাজ বাদ! পাকিস্তান দলের নতুন অধিনায়ক বেছে দিলেন শোয়েব আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিশ্বকাপে ব্যর্থ। তার উপর ভারতের কাছে হার। সরফরাজ আহমেদকে একটুও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না তাঁরই দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সমর্থকরা। প্রায় প্রতিদিন পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত কেউ না কেউ সরফরাজকে আক্রমণ করেই চলেছেন। এই যেমন বিশ্বকাপ থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের পর থেকে অধিনায়ক সরফরাজের তীব্র সমালোচনা করে চলেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার শোয়েব আখতার।প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সংগঠনকে স্বীকৃতি দিল বিসিসিআই!বিশ্বকাপ থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের পরই অনেকে সরফরাজ আহমেদের অপসারণের দাবি করেছিলেন। সেই তালিকায় ছিলেন শোয়েব আখতারও। তিনিও অনেকর মতো প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছিলেন সরফরাজের ফিটনেস নিয়ে। আর এবার সেই শোয়েব আখতার সরাসরি জানালেন, সরফরাজের বদলে কে পাকিস্তান দলের পরবর্তী অধিনায়ক হতে পারেন! অর্থাত ব-কলমে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি আসলে সরফরাজকে আর জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে দেখতে চাইছেন না।তবে এখনই সরফরাজকে দল থেকে বাদ দিতে চাননি আখতার। বরং কিপার-ব্যাটসম্যান হিসাবে সরফরাজকে দলে রাখতে চেয়েছেন তিনি।প্রতিবাদ! শুভমান গিল, অজিঙ্ক রাহানের জন্য বোর্ডকে সওয়াল সৌরভেরপাকিস্তান ক্রিকেটের বেশ কিছু প্রাক্তন সরফরাজের বদলে বাবর আজমকে ক্যাপ্টেন করার দাবি তুলেছেন। শোয়েব এক্ষেত্রে অন্য রাস্তা নিলেন। তিনি বললেন, ""একদিনের ও টি-২০ ক্রিকেটে আমি হ্যারিস শোহেলকে ক্যাপ্টেন হিসাবে চাই। বাবরকে টেস্ট দলের ক্যাপ্টেন করে দেওয়া হোক। বাবর ভাল ব্যাটসম্যান। ওকে একবার ক্যাপ্টেন হিসাবে দেখে নেওয়া যাক!

জরিমানার সঙ্গে নির্বাসিত করা হল লিওনেল মেসিকে

আমাদের ভারত, ২৪ জুলাই: অবশেষে কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে একম্যাচ নির্বাসিত করা হল লিওনেল মেসিকে। সঙ্গে তাঁর দেড় হাজার ডলার জরিমানাও করা হয়েছে। এই নির্বাসনের ফলে, আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না এলএম-১০।কোপা আমেরিকা ফুটবল টুর্নামেন্টে

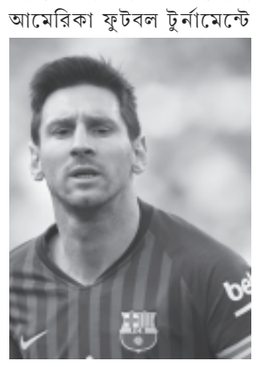

ব্রাজিলের কাছে আর্জেন্তিনা সেমিফাইনালে পরাজিত হয়। এর পর, মেসি বলেছিলেন, "ব্রাজিলকে জেতাতে কলকাঠি নেড়েছে কর্তৃপক্ষ।" তাঁর এই মন্তব্যের জেরে শোরগোল পড়ে যায়। চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন মেসি। কিন্তু, তার পরও তিনি নিজেকে সংশোধন করেননি। টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থানাধিকার অর্জনের ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে মেসি লাল কার্ড দেখেন। এর পর তিনি ফের তোপ দেগে বলেন, "আমি সমালোচনা করেছিলাম বলে, এই লালকার্ড দেখানো হয়েছে।"এই একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই, লাতিন আমেরিকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা কনমেবলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি মেসিকে নিয়ে বৈঠক করেছে। বৈঠকের পর বার্সার মহাতারকাকে একম্যাচ সাসপেন্ড এবং জরিমানা করার কথা জানিয়েছে। এবছর আর আর্জেন্তিনার কোনও ম্যাচ নেই। ২০২২ সালের বিশ্বকাপের জন্য আগামী বছর শুরু হবে লাতিন দেশগুলোর যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ। সেই যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না মেসি।

ভারতীয় ক্রিকেট থেকে হঠল চিনা সংস্থা ! কোটি কোটি লাভ করবে বোর্ড

চিনা মোবাইল সংস্থা আর নয়। এবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে যুক্ত হতে চলেছে ভারতীয় সংস্থারই লোগো। টিম ইন্ডিয়ার সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, ভারতীয় দলের প্রধান স্পনসর এবার হতে চলেছে বেঙ্গালুরুর এডুকেশনাল অ্যান্ড অনলাইন টিউটোরিং ফার্ম বাইজু। ভারতীয় ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা ওপো। ওপো-র লোগো জার্সি সম্বলিত জার্সি কোহলিরা পড়বেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর পর্যন্ত। তারপরেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের জার্সিতে লাগানো থাকবে বাইজু-র লোগো।জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেই বাইজু-র লোগো গায়ে চড়াবেন কোহলিরা। পাঁচ বছর ধরে ভারতীয় ক্রিকেটকে স্পনসর করার জন ওপো-কে ঢালতে হয়েছিল ১০৭৯ কোটি টাকা। সেই সময় প্রধান স্পনসর হওয়ার দৌঁড়ে ছিল আইপিএলের টাইটেল স্পনসর ভিভো-ও। যদিও বিডিংয়ে ৭৬৮ কোটি-র বেশি উঠতে পারেনি ভিভো।কোহলিদের সংসারে নতুন কোচ! ঘোষণা করে দিল বিসিসিআইবলা হয়েছে, ভারতীয় বোর্ড নয়, স্পনসর সংস্থা ওপো-ই সরে দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে। সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওপো-র নিজস্ব আর্থিক নীতি অনুযায়ী, ভারতীয় ক্রিকেটকে স্পনসর করা তাঁদের পক্ষে ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল। ওপো যে পরিমাণ অর্থ ভারতীয় ক্রিকেটে বিনিয়োগ করেছিল, সেই পরিমাণ অর্থই ঢালবে বাইজু। বেঙ্গালুরুর সংস্থাটির সঙ্গে কোহলিদের চুক্তি হল ২০২২ সাল পর্যন্ত। এই সময়কালে ওপো-র নির্ধারিত অর্থই দেবে বাইজু। তাই ক্ষতির মুখ থেকে বাঁচল ভারতীয় ক্রিকেট।জানা যাচ্ছে, দ্বিপাক্ষিক সিরিজের একটি ম্যাচের জন্য ওপো বোর্ডকে দিত ৪.৬১ কোটি টাকা। আইসিসি-র ইভেন্টের প্রতিটি ম্যাচের জন্য বোর্ড পেত ১.৫৬ কোটি টাকা। তার আগে স্টার ইন্ডিয়ার তরফে ভারত দ্বিপাক্ষিক ও আইসিসি ইভেন্টের প্রতিটি ম্যাচের জন্য পেত যথাক্রমে ১.৯২ কোটি এবং ৬১ লক্ষ টাকা।যাইহোক, নতুন স্পনসরের হাত ধরে ভারত ফের সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পারে কিনা, সেটাই দেখার।

লাল-হলুদ নাগাল পায়নি, সেই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার এ বার খেলতে পারেন মোহনবাগানে

মোহনবাগানে এখন স্প্যানিশ-যুগ। কিবু ভিকুনা-সহ বিদেশিরা স্পেনের। চার জন বিদেশি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই খবর, স্প্যানিশ স্ট্রাইকার বরিস গ্যারোসের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে সবুজ-মেরুন শিবির।গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গলও বরিস গ্যারোসের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছিল।

পরে এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার চলে যান গ্রিসের ক্লাবে। লাল-হলুদ জার্সি পরে আর খেলা হয়নি বরিস গ্যারোসের। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বার কিবু ভিকুনার কোচিংয়ে খেলতে দেখাযেতে পারে তাঁকে।ময়দানের খবর, কিবু নিজেই বরিস গ্যারোসকে পেতে আগ্রহী। প্রাথমিক কথাবার্তাও নাকিহয়েছে তাঁর সঙ্গে।ইউরোপের একাধিক ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে বরিসের।রোমানিয়ার ক্লাব পলিতেহনিকা তাঁরশেষ ক্লাব। ভারতের ক্লাবে খেলতে আগ্রহী এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। এমন সময়ে মোহনবাগানতাঁর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বরিস গ্যারোস আসেন কিনা সেটাই দেখার।এ দিকেকলকাতা লিগ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল আইএফএ। কলকাতা লিগের সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল পিয়ারলেসের। সবুজ-মেরুনের গ্যালারি সংস্কারের কাজ চলায় পূর্ত দফতরের ফিট সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। তাই শুক্রবারের মোহনবাগান-পিয়ারলেস ম্যাচ স্থগিত।১৪ অগস্টের পরে এই ম্যাচ হবে বলে শোনা যাচ্ছে।২৯ জুলাইয়ের মহমেডান স্পোর্টিং-এরিয়ান ম্যাচও পিছিয়ে যেতে পারে বলেই খবর। মাঠ তৈরি নয় বলে সাদা-কালো শিবির বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়েছে। ফলে লিগ শুরুর আগেই নতুন করে আবার সূচি করতে বসতে হবে আইএফএ-কে।

বিরাটের অনুরোধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবেন মাহি

এসবিবি: বিশ্বকাপে ধোনির স্লো ব্যাটিং সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। সমালোচকরা ধরেই নিয়েছিল এবার ধোনি অবসরের পথে হাঁটবেন। আসন্ন ক্যারিবিয়ান সফর থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এমএসডি। বর্তমানে তিনি টেরিটোরিয়াল আর্মির প্যারাশুট রেজিমেন্ট-এ বিশেষ ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত। তাই সবাই এক প্রকার নিশ্চিত ছিল ধোনির অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু না। চিত্রনাট্যটা অন্য রকম। সূত্রের খবর,ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলির অনুরোধে মাহি টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবেন।আসলে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছেন,ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই ঋষভ পন্থকে উইকেটকিপার হিসেবে তৈরি রাখতে।তাঁদের ভাবনায় আর কেউ থাকছেন না। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনওভাবে পন্থ চোট পান তাহলে দলে ঢুকবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। আর তার আগে নিজের উত্তরসূরিকে তৈরি করে দিয়েই জায়গা ছাড়তে চান এমএসডি।

বিজ্ঞপ্তি

২০১৯-২০ ইং শিক্ষাবর্ষে লেম্বুছড়াস্থিত মৎস্য মহাবিদ্যালয়ে বি.এফ.এস.সি (B.F.Sc) ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইম্ফল, মণিপুর কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১(এক) টি সংরক্ষিত (তপশিলী জাতি) Surrender করা আসন ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ডের চলতি বছরের পি.সি.বি. গ্রুপের মেধার ভিত্তিতে তৃতীয় কাউনসেলিং পর্বে বন্টন করা হইবে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ও সংরক্ষণ সার্টিফিকেট (স্বস্ব মহকুমা শাসক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নেওয়া) ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটোসহ আগামী ২৬ শে জুলাই, ২০১৯ ইং সকাল ১১ ঘটিকায় কাউনসেলিং-এর জন্য মৎস্য অধিকর্তার কার্য্যালয়, পি.এন. কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তী, আগরতলায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যালয় সংরক্ষিত (তপশীলি জাতি) আসনের ক্ষেত্রে গড়ে ৪০শতাংশ নম্বর সহ এইচ.এস +২ (H.S+2) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

ICA/D/576/19-20

ডি কে চাকমা
অধিকর্তা
মৎস্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাইঃ

Ref : Jirania PS U.D Case No- 2019 JRN-009 dated: 29/07/2019 UPS-174 Cr.P.C.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ বয়স-আনুমানিক ৩২বছর। গত ২২/০৭/২০১৯ ইং তারিখ সকালবেলা জিরানিয়া থানার পুলিশ বড়মুড়া নারেং বাড়ী এনএইচ-৮ আসাম-আগরতলা রাস্তার পাশে পরে থাকা মৃত অবস্থায় পেয়েছেন। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতলা জিবি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। মৃতদেহ সনাক্তকরণ করার জন্য। এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা কোন আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেন নাই।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য বা কোন আত্মীয় সম্বন্ধে জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। জিরানিয়া থানা - ০৩৮১-২৩৪-৬২২২

ICA/D/582/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

No.F.5(5)-RD (TRLM)/2017/2889-95 Dated, Agartala 22/07/2019

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited from reputed supplier of **Interlock Sewing Machine** for purchase of 30(thirty) numbers of Interlock sewing machine under Tripura Rural Livelihood Mission. Quotations will be received in the SMMU **on 31/07/2019 upto 3p.m** in the office of the Chief Executive officer, 1 RLM Bholagiri, Agartala, opposite of EPFO office to be opened on the same day in presence of bidders, if possible. A format is enclosed at annexure-I for submitting quotation by the bidders.

Terms & condition are given below:

1.An earnest money amounting to Rs. **10,000/-** (Rupees.ten thousand) only in the form of Deposit at call or Draft drawn in favour of **"Tripura Rural Livelihood Mission Society"** payable at Agartala from any Nationalized Bank/Tripura Gramin Bank/ Tripura State Co-operative bank shall be submitted along with the sealed quotation. The said earnest money will be converted to security money for successful bidder who would be offered the work. For others the earnest money would be refunded.
2.Rate should be inclusive of all Taxes as applicable.
3.Rate should be quoted both in digits and words.
4.Applicable taxes shall be recovered from the bill.
5.The bidders should submit the copy of GST registration certificate and copy of Trade license alongwith the quotation.
6. Machine should not be made before 01/01/2018.
7.Bidder in whose favour the supply order will be issued shall complete the supply of Sewing Machine in good condition within 10 days of issuance of supply order.
8.No quotation would be entertained if not submitted within the stipulated date and time.
9.The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation including the lowest one without assigning any reason.
10. All disputes lie within the jurisdiction of Agartala only.

ICA/C/653/19

(Sudhakar Shinde,IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ভেস্তে গেল কলকাতা লিগের মোহনবাগান- পিয়ারলেস উদ্বোধনী ম্যাচ

শুক্রবার থেকে কলকাতা লিগের ঢাকে কাঠি পড়ার কথা থাকলে ভেস্তে গেল উদ্বোধনী ম্যাচ।২৬ জুলাই মোহনবাগান মাঠে মোহনবাগান বনাম পিয়ারলেস ম্যাচ দিয়ে এবারের কলকাতা লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। মোহনবাগান মাঠে এই মুহূর্তে গ্যালারি সংস্কারের কাজ চলছে। এই মুহূর্তে মূলত মোহনবাগানের সদস্য গ্যালারির তলায় পুরোদমে নতুন ড্রেসিংরুম তৈরির কাজ চলছে। সেকারণে ম্যাচের আগে পূর্ত দপ্তরের ফিট সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। যার ফলে শুক্রবারের কলকাতা লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ ভেস্তে গেল।বৃহস্পতিবার আইএফএ-র পক্ষ থেকে ম্যাচটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। আইএফ এ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মোহনবাগানের ইঞ্জিনিয়াররা পূর্ত দপ্তরের হাতে ফিট সার্টিফিকেট তুল দিতে না পারায়, তা এখনও পুলিশের কাছে জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেকারণেই এই ম্যাচটি মোহনবাগান মাঠে আয়েজন করা সম্ভব হচ্ছে না।"এই ম্যাচটি অগাস্টের মাঝামাঝি আয়োজন করা হতে পারে বলে সচিব জানিয়েছেন।আপাতত লিগে ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত প্রথম দফার সূচি প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী সূচি তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ম্যাচটি শুরুতেই রাখা হতে পারে।সেক্ষেত্রে মোহনবাগান তাঁদের অভিযান শুরু করছে ৬ অগাস্ট।

কাম্বলির গলায় সৌরভের উল্টো সুর, কী বললেন ভারতের প্রাক্তন বাঁ-হাতি

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা সতীর্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথার সঙ্গে একমত হলেন না বিনোদ কাম্বলি। ভারতীয় দলে ক্রিকেটার নির্বাচন নিয়ে অন্য সুরে কথা বললেন প্রাক্তন বাঁ-হাতি।উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দল নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন দেশের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তরুণ শুভমন গিল ও অভিজ্ঞ অজিঙ্ক রাহানেকে কেন সেই দলের বাইরে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মহারাজ। সব ফর্ম্যাটে মানানসই ক্রিকেটারদেরই ভারতীয় দলে জায়গা দেওয়ার জন্য সওয়ালও করেন সৌরভ।সতীর্থের কথায় সহমত পোষণ করেননি ভারতের প্রাক্তন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান বিনোদ কাম্বলি। উল্টে তিনি বলেন, ভারতীয় দলে প্রয়োজন "হর্সেস ফর কোর্সেস"। অর্থাতযে ফর্ম্যাটে যে খেলোয়াড়রা সেরা, শুধুমাত্র তাঁদেরই সেই দলে রাখা উচিত। যা টিম ইন্ডিয়াকে খেলোয়াড় সংরক্ষণ করতে সাহায্য করবে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING e-TENDER

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02 **(3rd Call)**

The **Executive** Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the '1¯-lon'ble Mayor Agartala Municipal Corporation' percentage rate **e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway / Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on 02-08-2019 for the following work:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document down-loading and bidding	Time and date of opening of Technical bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Providing proper illumination & beautification of around Kumaritilla Lake at Kumaritilla in Ward No-05 under Agartala Municipal Corporation. DNIeT No: EE (Elect)/AMC/02 /**2019 -20**	Rs. 1057,190.00	Rs. 10,572.00	60(Si xty) days	Date 02/08/ 2019 time : 14:00 Hrs.	Date 05/08/ 2019 time : 16:00 Hrs.	http:// tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

Sd
(Er. Bishnu Bhattacharjee)
Designation :- Executive Engineer(Elect)
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation.

গভীর রাতে গাড়ি খাঁদে, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জুলাই ।। বুধবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানা সংলগ্ন এলাকায় গভীর খাঁদে পড়ে যায় একটি সেলিরিও গাড়ি। গাড়িটি সোনামুড়া থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনা। রাত আনুমানিক ২.২০ মিনিট নাগাদ গাড়ির চালক বাপন মিঞা(২২) খুব দ্রুতবেগে এসে জাতীয় সড়ক থেএক প্রায় ১৫ ফুট নিচে পরে যায় গাড়ি নিয়ে। জাতীয় সড়কের রাস্তার পাশে দেওয়ালে গিয়ে আটকে যায় গাড়িটি। গাড়ির সামনের অংশ ধুমড়েমুচড়ে যায়। পুলিশের ধারনা গাড়িতে আরও লোক ছিল, তবে চালক বাপন মিঞার মাথায় ও নাকে ব্যথা লাগে। অন্য দুজন পালিয়ে যায়। কেন বা কি কারনে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। পুলিশের পেট্রোলিং এ থাকা একজন কন্টেবল জানায় গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছিল এবং মোর নিতে গিয়ে ঘটে এ দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা চালককে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসাপাতালে নিয়ে যায়।

ডুকলির ঋষি পাড়ায় গভীর রাতে দুটি বাড়িতে গরু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ডুকলির ঋষি পাড়ায় গতকাল গভীর রাতে দুটি বাড়িতে গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল দুটি বাড়ি থেকে ৩টি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে। দিনবন্ধু ঋষিদাস নামে এক ব্যক্তি জানান, চোরেরা একটি গাড়ি নিয়ে ঐ এলাকায় এসেছিল। তাদের কাছে ধারালো অস্ত্রসস্ত্র ছিল। রাত আড়াইটা নাগাদ এক ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক কার্য সারার জন্য বের হলে বাড়ির গেইটে দুই তিনজন লোককে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যান এবং জিজ্ঞাসা করেন তারা কারা। তখনই চোরেরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসে। আত্মরক্ষার্থে বাড়ির মালিক সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসেন এবং চিৎকার করেন।

চিৎকারে প্রতিবেশিরা ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। এলাকার কয়েকজন বাইক নিয়ে গাড়িটির পিছনে ধাওয়া করেছিল তাদেরকেও অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে পাল্টা ধাওয়া করে চোরের দল। গাড়ি নিয়ে তারা বাইপাস ধরে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি স্থানীয় থানার পুলিশকে জানানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু চোরদের আটক করা সম্ভব হয়নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই গরুগুলি চুরি করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ডুকলি ঋষি কলোনি এলাকায় এধরনের গরু চুরির ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

উস্থির অনশনে মন্দাক্রান্তা

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স.): এবার উস্থির অনশনকারীদের পাশে দাঁড়ালেন কবি মন্দাক্রান্তা সেনউ শুধু দাঁড়ালেন না, এবার তাঁদের সাথে অনশনেও বসলেন তিনিউ ইতিমধ্যেই তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বহু বিশিষ্টজনউ আজ তাঁদের সমর্থনে এক বিবৃতি দিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ওউ

বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টায় প্রাথমিকদের অনশন মঞ্চে যোগ দেন তিনিউ এরপরেই নিজের ফেসবুকে লেখেন, "আজ উস্থি উনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অনশনে যোগ দিলাম। সকাল ৮ টা থেকে আছি। আপনারাও আসুন। বঞ্চনার শিকার শিক্ষকদের পাশে থাকুন।" তাঁর আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মিরাতুন নাহারও গিয়েছিলেন অনশন মঞ্চেউ উস্থির অনশনকারী শিক্ষকদের সমর্থনে একটি লিখিত বিবৃতিও দেন তিনিউ অভিনেতা কৌশিক সেনও অনশন মঞ্চে গিয়ে শিক্ষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা সেলের এক সম্মেলনে নজরুল মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেউ সেখানে আজ তিনি শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর বিষয়ে কিছু ইতিবাচক মন্তব্য করতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলেউ এই প্রসঙ্গে উস্থির অনশনরত এক শিক্ষক জানান, "ওই মঞ্চ থেকে বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেও ঠিক আছেউ আমরা মেনে নেবউ আর যে ১৪ জনকে বদলি করা হয়েছে তাঁদের নিয়ম মেনে কাছাকাছি আনা হোকউ" তাঁর আরও বক্তব্য, "তিনি কোনও দলের শিক্ষামন্ত্রী ননউ উনি তো আমাদের সব শিক্ষকের শিক্ষামন্ত্রীউ আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে চাইউ এতে কাজ না হলে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইব।

ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে এবার গ্রেফতার এক কনস্টেবল

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স): নদিয়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ এবং ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুলিশের নর্থ ডিভিশনে কর্মরত কনস্টেবলকে। তবে অভিযুক্ত গতবছরের অক্টোবর থেকে ডিউটিতে অনুপস্থিত ছিলেন । কর্মসূত্রে তিনি রিজেন্ট পার্ক থানার কনস্টেবল। বুধবার রাতে তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুর থেকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃত ওই কনস্টেবলের নাম উৎপল কর। এর আগেই এই ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল কলকাতা পুলিশের। গত ১১ জুলাই গ্রেফতার করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর আশিস চন্দ্রকে। সেই সূত্র ধরেই গ্রেফতার করা হয় কনস্টেবল উৎপল করকে।

কিছুদিন আগে মুচিপাড়ার কাছে প্রবীণ স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাবলু নাথের (৫১) কাছ থেকে লুট হয় নগদ টাকা ও সোনা। তাঁর ব্যাগে ছিল ৫০ গ্রাম সোনা ও নগদ এক লক্ষ টাকা। মুচিপাড়া থানা এলাকার কাছে তিনি আসতেই একটি টাটা সুমোয় পাঁচজন চেপে এসে তাঁর পথ আটকায়। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে জোর করে টাটা সুমোয় চাপিয়ে তারা অপহরণ করে নিয়ে যায়। ব্যবসায়ীর ব্যাগে থাকা ৫০ গ্রাম সোনা ও এক লক্ষ টাকা ছিনতাই করে তারা। ছিনতাইয়ের পর ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে চম্পট দেয় পাঁচজন দুষ্কৃতী। ঘটনার তদন্ত শুরু করে মুচিপাড়া থানার পুলিশ। রাস্তার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে টাটা সুমোর চালক নেপালচন্দ্র ধরকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জেরা করে গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারে, ওই টাটা সুমো ভাড়া নিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর আশিস চন্দ্র। এর পরেই তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। ২০১৪ সালের একটি প্রতারণার মামলায় আশিসকে গ্রেফতার করেছিল হাওড়া জিআরপি। সেই সময়ে তাঁকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল, বিভাগীয় তদন্তও হয়েছিল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দুই বছর তাঁর বেতনবৃদ্ধি আটকে দেওয়া হয়েছিল। এবারও আইন মাফিক তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁরই সূত্র ধরে গ্রেফতার করা হয় বলাইকে।

তবে লালবাজারের গোয়েন্দারা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না ঘটনায় টিপার কে ? পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বলাইকে কড়া ভাবে জেরা করতেই বেরিয়ে আসে সেই তথ্য। টিপার বাদলেরই পরিচিত মিঠুন নাথ ওরফে হোড়। তিনি শান্তিপুর এলাকার বাসিন্দা। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বানপুর এলাকাতেও তাঁর বাড়ি আছে। তিনি বাবলু নাথের এলাকারই বাসিন্দা। ফলে বাবলুর অনেক কিছুই তিনি জানতেন । মিঠুনবাবু নকল ফুলের ব্যবসা করেন। সেই সূত্রে তিনি দমদমে যাতায়াত করতেন । সেখানেই বাদলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ঘটনার দিন মিঠুন বাবলুকে মাজদিয়া স্টেশন থেকেই ফলো করতে শুরু করেন। একই ট্রেনে আসেন শিয়ালদা। তারপর শিকারকে চিনিয়ে দেন আশিসবাবুদের। সেই সূত্রে মিঠুনকে এর আগে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

এরপরই এই ঘটনার তদন্তভার নেয় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। তদন্তে উঠে আসে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল উৎপল করের নাম। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বামনগাছিতে। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জেনেছে, ওই কনস্টেবলই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। লালবাজারের দাবি, ইতিমধ্যেই জেরায় তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন।গত বছর অক্টোবর মাসে কলকাতা পুলিশের নর্থ ডিভিশনে তাঁকে বদলি করা হয়। কিন্তু বদলির পর থেকে আর চাকরিতে যোগ দেননি তিনি। জানা গেছে, উৎপলের নামে এমন আরও অভিযোগ রয়েছে। ডাকাতিদমন শাখার কনস্টেবল ছিলেন তিনি। সেই সূত্রই তার যোগাযোগ ছিল অনেকের সঙ্গে। সেই যোগাযোগকেই কাজে লাগাতেন উৎপল। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি ও ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণে তিনি গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন। কাজে যোগ দেননি।

প্রবীণ সাংবাদিক পিন্টু লাল দে'র প্রয়াণ, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন ঃ চলে গেলেন রাজ্যের আরও এক বরিষ্ঠ সাংবাদিক পিন্টু লাল দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী বেবী সাহা ও এক পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত কন্যা স্বরূপা সহ অনেক আত্মীয় পরিজনদের। বিগত কিছুদিন যাবৎ লিভারের রোগে ভুগছিলেন তিনি। অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে তাঁকে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসার পর তাঁকে রেফার করা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আইসিইউতে। শেষ পর্যন্ত শিলচর হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

রাজ্যের প্রবীণ সাংবাদিক ছিলেন পিন্টু লাল দে। একসময়ে আগরতলায় সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'আরোহন' 'জনকণ্ঠ' সহ বেশ কিছু সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আগরতলা থেকে কৈলাসহরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে কাজ করেছেন।

এদিকে, ১৯৯৬-১৯৯৯ সালে দুই পর্যায়ে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও সামলেছিলেন। প্রায় ছয় বছর আগে তিনি আগরতলা ছেড়ে সপরিবারে পৈত্রিক নিবাস কৈলাসহরে চলে যান। শেষ দিন পর্যন্ত সেখান থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রয়াত পিন্টু লাল দে'র যথেষ্ট অবদান ছিল। তার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজ্যের সাংবাদিক মহল।

রাজ্যের প্রবীণ সাংবাদিক পিন্টু লাল দে'র প্রয়াণে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন গভীর শোক প্রকাশ করছে। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক পিন্টুলাল দে'র প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

অসমের ওদালগুড়ি মামলার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। একের পর এক স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পর পর চারটি বিয়ে করা এবং তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মস্যাত করে অসম থেকে আগরতলায় পালিয়ে এসেও শেষ রক্ষা হল না এক যুবকের। অবশেষে ত্রিপুরা পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ।আগরতলা থেকে অসমের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকা অসম পুলিশের এএসআই জিতুমণি কলিতা জানান, গত প্রায় দেড় মাস আগে ওদালগুড়ি (অসম) থানায় জনৈক মহিলা এক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ তিনি বলেন, হোজাই জেলার (অসম) লংকা এলাকার বাসিন্দা সন্দীপন দাস নামের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর তার স্বামী ব্যবসার কথা বলে ৩ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, একইভাবে সে আগে আরও তিন মহিলার সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অবশেষে তার মোবাইল টাওয়ার লোকেশনে বুঝতে পারে অভিযুক্ত সন্দীপন আগরতলায় আছে। সে অনুসারে ওদালগুড়ি থানার একটি টিম আগরতলায় আজ বৃহস্পতিবার আসে ও পশ্চিম আগরতলা থানার সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করে অসমের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। সে আগরতলায় এসে একটি মলে ম্যানেজারের চাকরি নিয়েছিল।

রাজ্যে গবাদি পশু পাচারের প্রবণতা ক্রমশ নিম্নমুখী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরায় গবাদি পশু পাচার ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। বিএসএফের দাবি, গত তিন বছরে গবাদি পশু পাচার প্রতিবছরই কমছে। অবশ্য, এ-বিষয়ে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফএর কড়া টহলদারি সাফল্য এনেছে বলে দাবি বিএসএফ-এর।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনৈক আধিকারিক জানান, ত্রিপুরায় গবাদি পশু পাচারকারীরা বিশেষ করে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কটি ব্যবহার করে। পাচারকারীরা হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচার করত। তাঁর কথায়, সীমান্ত নিকটবর্তী এলাকায় গবাদি পশু পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলে পাচারকারীরা অর্ধেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলত। বাকি কাজ রাতের অন্ধকারে তারা সেরে নিত। তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

তবে, গবাদি পশু পাচারে নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য তিনি অসম সরকারকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, অসম সরকার অবৈধভাবে গবাদি পশু পরিবহণে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া গত তিনবছরে বিএসএফ আন্তঃরাজ্য গবাদি পশু পাচারে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে তিনি সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ-এর ডগ স্কোয়াডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আধিকারিকটি। তাঁর দাবি, সীমান্ত অপরাধীদের ধরপাকড়ে ডগ স্কোয়াড দারুণ কাজ করেছে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই পালাতে গিয়ে পাচারকারীরা বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছে।

বিএসএফ-এর তথ্য অনুসারে ২০১৭ সালে ৪,৮০৬টি গবাদি পশু পাচারকালে উদ্ধার হয়েছে। তেমনি ২০১৮ সালে ২,৭০৪টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এ-বছর ৩০ জুন পর্যন্ত ১,২৩৬টি গবাদি পশু পাচারকালে বিএসএফ উদ্ধার করেছে। এই তথ্য অনুসারে স্পষ্ট, প্রতি বছরই গবাদি পশু পাচার ত্রিপুরায় কমেছে। তবে, এখনও ত্রিপুরার অনেক প্রান্ত দিয়েই গবাদি পশু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। বিএসএফ আধিকারিকের কথায়, সীমান্ত দিয়ে গবাদি পশু পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, প্রাকঈদ মরশুমে গবাদি পশু পাচারকারীরা অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে প্রচুর গবাদি পশু অগ্রিম পাচার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে গবাদি পশু বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। তবে, বিএসএফ ওই সমস্ত পাচারবাণিজ্য বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বলে দাবি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর।

উত্তর রাঙ্গামাটি স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতায় পঠন পাঠন ব্যহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। অমরপুর শিক্ষা দপ্তরের অধীন নর্থ রাঙ্গামাটি জেবি স্কুলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এলাকাবাসী অভিযোগ কোন হেলদোল নেই কতৃপক্ষের।

রাজ্যের নতুন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নতীকরণ করছে ঠিকই কিন্তু সে উন্নতি যে শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে তারই প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির দিকে তাকালে। শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সেইটাও অস্বিকারের কিছু নেই । কিন্তু প্রয়াসের ফল কেবলমাত্র রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ। যার কারণে বর্তমানে গ্রামের স্কুল গুলির শিক্ষা ব্যবস্থার কোমর ভেঙে পরেছে। গ্রামের এই ভেঙে পরা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র দেখা গেল অমরপুর শিক্ষা দপ্তরের অধিন নর্থ রাঙ্গামাটি জে.বি স্কুলে। অমরপুর মহকুমার পশ্চিম পাড়া এলাকায় ১৯৮১ সালে গড়ে উঠেছিলো এই স্কুলটি। স্কুল তৈরির পরে ভালোভাবে এই স্কুলটি চললেও বর্তমানে স্কুলটি খুড়িয়ে চলছে। স্কুলে রয়েছে ২৪ জন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু তাদের শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে শিক্ষক রয়েছে মাত্র দু জন।দুজন শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন। আরেকজন শিক্ষক প্রায়ই স্কুলে গড় হাজির বলে অভিযোগ। অভিজিৎ পাল নামে ওই শিক্ষক কোনোরকমের ছুটি ছারাই একমাস যাবৎ স্কুলে আসেন না। এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক প্রদিপ দাসের কাছে জানতে চাইলে তিন বলেন ওই শিক্ষক গতএক মাস যাবৎ স্কুলে আসেন না ওনি নাকি পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। যার কারণে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সব ছাত্রছাত্রীকে একসাথে বসিয়ে শিক্ষাদান করছেন। আর স্কুলের বেশিরভাব সময়ই ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধূলার মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ শিক্ষকের অভাবে ক্লাস করতে পারছে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি স্কুলে রয়েছে ক্লাশ রুমের অভাব বেঞ্চের অভাব। আর যে দুটো ক্লাশরুম আছে সেগুলিও বর্তমানে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। যে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ স্কুলের এই সমস্যার জন্য বর্তমানে এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য শহরমুখি হতে হচ্ছে। এলাকার অভিবাবকরা এই স্কুলে তাদের ছেলে মেয়েদের পাঠাতে চাইছে না। আর যে কজন ছাত্রছাত্রী আছে তাদের ভবিষ্যত নিয়েও প্রশ্ন তুলেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর দাবি অতিদ্রুত যেন দপ্তর এই স্কুলটির দিকে নজর দেয়।

মান্দাইয়ে আইপিএফটি ও সিপিআইএম ছেড়ে ৫৭০ জন ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিস্তব পঞ্চায়েত নির্বাচনের অন্তিমলগ্নে মান্দাই ব্লক এলাকার দুর্গানগর পঞ্চায়েতে আইপিএফটি এবং সিপিআইএম ছেড়ে ৫৭০ জন ভোটার শাসকদল বিজেপিতে যোগদান করেছে। ঠান্ডা কালীবাড়ি এলাকায় এক বিশেষ যোগদান সভায় ঐসব পরিবার দলত্যাগ করে বিজেপির পতাকা তুলে সামিল হয়েছেন। যোগদান সভায় বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন। দলত্যাগেরা জানান, এই রাজ্যে বিজেপি ছাড়া জনকল্যাণকামী আর কোন দল নেই। তারা বহুদিন সিপিএম এবং আইপিএফটির পতাকা তলে কাজ করেছেন। কিন্তু মানুষের সমস্যা সমাধানে তাদের কোন ভূমিকা নেই। একমাত্র বিজেপি দলই মানুষের সার্বিক সুযোগসুবিধা প্রদানের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেন তারা। সে কারণেই বিজেপির পতাকাতলে সামিল হয়েছেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, এই রাজ্যে সিপিআইএম অপাংকতেয় হয়ে গেছে। জোট শরীক আইপিএফটিতেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষ আঞ্চলিক দলের পতাকা তল থেকে সরে ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।